পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ।। ১০ম সংখ্যা
২৫শে মহররম ১৪০৭ হিঃ।। ১৩ই আশ্বিন ১৩৯৩ বাংলা।। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪০শ বর্ষ:
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ১০ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইউসুফ (১৩শ পারা, ৯ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র —ইহার জন্য দায়ী কে ? :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি —১২ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৪
* কবিতা :	জনাব মোস্তফা আলী	২৯
* সংবাদ :	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩০

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আগষ্ট মাসের শেষ দিকে লণ্ডন থেকে নরওয়ে ও সুইডেন সফর করেন, তারপর কানাডা সফরে যান। বর্তমানে হুজুর কানাডায় আছেন এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ সকাতর দোওয়া জারি রাখিবেন।

শুভ বিবাহ

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং তারিখে, চট্টগ্রাম জামাতের জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের পুত্র মুকাররম আশ্বিফ ফরিদ আহমদ এর সহিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর অংগরাজ্য উইসকানসিন এর মিলওয়াকী শহর নিবাসী মোবারক আহমদ সাহেবের কন্যা মোছাম্মাৎ হাবিবা আহমদ এর বিবাহ মং ১০,০০০ ডলার দেন মোহর ধার্যে মিলওয়াকী শহরে সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান শিকাগোস্থ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম জোনের মিশনারী ইন-চার্জ মৌলবী মুজাফফর আহমদ শওয়ার সাহেব এবং বরের গার্জিয়ান হিসাবে বিবাহ রেজিষ্ট্রারে দস্তখত করেন মিলওয়াকী শহরের মিশনারী ইনচার্জ মৌলবী রশীদ আহমদ সাহেব।

আল্লাহতায়ালা যেন এই বিবাহ সর্বোতভাবে শান্তিময় ও বরকতপূর্ণ করেন তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের কাছে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

উল্লেখ যোগ্য যে হজরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ঐ সময়ে কানাডায় সফরে ছিলেন এবং এই বিবাহ সম্বন্ধে হুজুর (আইঃ)-কে মিলওয়াকী হইতে টেলিফোন যোগে অবহিত করা হয় এবং দোয়ার জন্য আবেদন করা হয়।

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং : ৩০শে তওবুক ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ১৩ই আশ্বিন ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউসুফ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩শ পারা

৯ম রুকু

৭০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট হাযির হইল, তখন সে তাহার (সহোদর) ভাইকে নিজের নিকট স্থান দিল. এবং বলিল. আমিই তোমার (হারানো) ভাই; সুতরাং তাহারা যাহাকিছু করিয়া আসিয়াছে উহার জন্য তুমি দুঃখ করিও না।

৭১। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (ফেরৎ রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিল তখন সে তাহার ভাইয়ের থলিতে একটি পান-পাত্র রাখিয়া দিল; তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, হে কাফেলাওয়ালাগণ! নিশ্চয় তোমরা চোর।

৭২। তাহারা বলিল এবং তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল, তোমরা কি জিনিষ হারাইয়াছ?

৭৩। তাহারা বলিল, আমরা শস্য মাপিবার শাহী পাত্র হরাইয়া ফেলিয়াছি; এবং যে ব্যক্তি ইহা (তালাশ করিয়া) আনিয়া দিবে তাহাকে এক উঁটের বোঝার পরিমাণ (শস্য পুরস্কার) দেওয়া হইবে, এবং আমি এই পুরস্কারের যিম্বাদার।

৭৪। তাহারা বলিল, আল্লহর কসম! তোমরা ভালরূপে জান যে, আমরা এদেশে অশান্তি ঘটাইতে আসি নাই, এবং আমরা চোরও নহি।

৭৫। তাহারা বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে ইহার কি শাস্তি হইবে?

৭৬। তাহারা বলিল, ইহার শাস্তি এই যে, যাহার আসবাবপত্রে ইহা পাওয়া যাইবে সেই ইহার বিনিময় (অর্থাৎ ইহার দায়ী) হইবে।

৭৭। অতঃপর সে (অর্থাৎ ঘোষণাকারী) তাহার (অর্থাৎ ইউসুফের) ভাইয়ের বস্তা দেখিবার পূর্বে অন্য (ভাই) দের বস্তা দেখা আরম্ভ করিল; অতঃপর সে তাহার ভাইয়ের বস্তা (দেখিয়া উহা) হইতে সেই পাত্র বাহির করিল; এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য তদবীর করিয়াছিলাম; (নচেৎ) সে বাদশার কানুনের মধ্যে (থাকিয়া) নিজের ভাইকে আল্লাহর তদবীর ছাড়া

আটক করিতে পারিত না; আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করিব; বস্তুতঃ সকল জ্ঞানী-ব্যক্তির উপরে এক সর্বাধিক জ্ঞানী সত্তা আছে।

৭৮। তাহারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইগণ) বলিল, যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে (ইহা বিচিত্র কিছু নহে) ইতিপূর্বে তাহার ভাইও চুরি করিয়াছিল; কিন্তু, ইউসুফ মনের কথা মনেই রাখিল এবং তাহাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিল না; কেবল এতটুকু বলিল, তোমরা অত্যধিক ঘৃণ্য অবস্থায় আছ, তোমরা যাহা বলিতেছ, বস্তুতঃ আল্লাহই ভাল জানেন।

৭৯। তাহারা বলিল, হে মহান প্রভু! তাহার এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে, (তাহাকে বিরহ কাতরতা হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে) তাহার পরিবর্তে আমাদের মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ রাখ; আমরা নিশ্চয় তোমাকে পরহিতকারী ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।

৮০। সে বলিল, যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আটক রাখিবার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি; এইরূপ করিলে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্গত হইয়া যাইব। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ) ৫-এর পাতার পর

করাও অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। উহার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা। ... ... এলাহী মহব্বত ও নৈকট্যের মর্তবাসমূহ স্বীয় আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপানে তিন ভাগে বিভক্ত। সব চাইতে নিম্নতম দর্জা বা স্তর, যাহা প্রকৃত পক্ষে এক সুমহান মর্যাদাই বটে, তাহা হইল ইলাহী মহব্বতের অগ্নিশিখা মানবাত্মাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে কিন্তু উহাতে এই ত্রুটি থাকিয়া যায় যে, উহার প্রভাবান্বিত ব্যক্তির মধ্যে অগ্নির ঝলক প্রস্ফুটিত হয় না।... ... মহব্বতে-ইলাহীর দ্বিতীয় দর্জা হইল, যে স্তরে (বান্দা ও আল্লাহর) উভয় মহব্বত পরস্পর মিলিত হইলে আল্লাহতায়ালার মহব্বতের আগুন মানবাত্মাকে এতই উত্তপ্ত করিয়া তোলে যে, উহাতে অগ্নিরূপ এক ঝলক ও আভার সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই ঝলক ও আভার মধ্যে কোন প্রকারের উৎসারণ বা তেজস্বীতা বিদ্যমান থাকে না। এলাহী-মহব্বতের তৃতীয় দর্জা হইল এই যে এই স্তরে আল্লাহতায়ালার মহব্বতের এক অত্যন্ত প্রজ্জলিত শিখা বান্দার মহব্বত-প্রদীপের স্বতঃস্ফূর্ত শালিতার উপর পতিত হইয়া উহাকে প্রজ্জলিত করিয়া তোলে এবং উহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, শিরা-উপশিরায় প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া তাহাকে স্বীয় সত্তার পূর্ণতম বিকাশস্থলে পরিণত করে। এই পরিণত অবস্থা জগতে শুধু এক ব্যক্তিই লাভ করিয়াছেন, যিনি হইলেন ইনসানে-কামেল—পূর্ণতম মানব, এবং যাঁহার উপর মানবতার সোপান সমূহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।... ...অন্য কথায় যাঁহার পবিত্র নাম হইল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।" (তৌজীহে মারাম, পৃঃ ১৩-১৫)

অনুবাদ: আব্দুস সাদেক মাহমুদ

হাদিস শরীফ

সত্যের আহ্বান ও প্রচার, ওয়াজ ও উপদেশ, ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ এবং উত্তম কাজের পথনির্দেশ

১। হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন :

"খোদার কসম, তোমার দ্বারা কোন একজন ব্যক্তিও হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া, তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট লাল বর্ণের উঁট পাওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ এবং হেদায়েতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহাকেও ততটুকু সওয়াব দান করা হইবে, উহার উপর আমলকারী যতটুকু সাওয়াব লাভ করিবে, এবং তাদের উভয়ের সওয়াবে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিবে না। তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ এবং পথভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহারও ততটুকুই গোনাহ হইবে, যতটুকু গোনাহ সেই মন্দকাজ সম্পাদনকারীর হইয়া থাকে এবং ইহাতে তাহার গোনাহতে কোন ত্রুটি ঘটিবে না।" (মুসলিম)

৩। হযরত মায়ায (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) আমাকে রাষ্ট্রনায়ক করিয়া প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন : তোমাকে অনেক সময় আহ্‌লে কেতাব খৃষ্টান ও ইহুদীগণের সম্মুখীন হইতে হইবে। তুমি তাহাদিগকে তখন এই কথার প্রতি আহ্বান জানাইবে যে, তাহারা যেন সাক্ষী দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাঃ আঃ) আল্লাহর রসুল। যদি তাহারা তোমার এই কথা মানিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয করিয়াছেন। যদি তাহারা তোমার এই কথা কবুল করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর সদকা অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী দেওয়া ফরয করিয়াছেন, যাহা তাহাদের বিত্তবানদের নিকট হইতে লওয়া হইবে এবং তাহাদের দরিদ্রদিগকে দান করা হইবে। যদি ইহাও মানিয়া লয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল লওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবে। মজলুমের দোওয়া হইতে বাঁচিও, কেননা মজলুমের দোওয়া এবং আল্লাহতায়ালার মধ্যে কোন ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকতা নাই। অর্থাৎ, উহা সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় এবং কবুল হইয়া যায়।" (বোখারী)

৪। হযরত আনাস (রাজি:) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা: আ:) বলিয়াছেন: "মানুষের জন্য সহজ সরল অবস্থার সৃষ্টি করিবে, অসুবিধা ও কাঠিন্যের সৃষ্টি করিবে না; তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিবে, নিরাশ করিবে না।" (মুসলিম)

৫। হযরত আবু সায়ীদ খুদ্‌রী (রাযি:) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি:

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কদর্য বা অন্যায় বিষয় দেখে এবং তাহার ক্ষমতা আছে, তবে সে স্বহস্তে তাহা রোধ করিবে এবং তাহার ক্ষমতা না থাকিলে মুখে রোধ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি এতটুকু ক্ষমতাও না থাকে, তবে মনে মনে খারাপ জানিবে। ইহা ঈমানের নিম্নতম মান।'

৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রাযি:) বলেন যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

"আমার পূর্বে আল্লাহতায়ালা যত নবীকেই পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন, ঐ সব জাতির মধ্যে প্রত্যেক নবীর কিছু খাঁটি সাথী এরূপ ছিলেন, যাহারা ঐ নবীর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতেন এবং তাঁহার পূর্ণ অনুবর্তিতা করিতেন। অতঃপর কোনো কোনো এরূপ অযোগ্য ব্যক্তির উদ্ভব হইল যাহারা এমন কথা বলিত যাহা তাহারা পালন করিত না এবং এরূপ কার্য করিত যাহার আদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে স্বহস্তে জেহাদ করে সেও মুমেন এবং যে তাহাদের বিরুদ্ধে মনে মনে জেহাদ করে সেও মুমিন। উহার নিম্নে এক শরিষাও ঈমানের কোন অংশ নাই।" (মুসলিম)

৬। হযরত আবু হুরায়রা বলেন যে, হযরত ইবনে মাসয়ুদ (রাযি:) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের মধ্যে ওয়ায করিতেন। তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিল, আমি চাই আপনি প্রত্যহ ওয়াজ করেন। ইব্‌নে মাসয়ুদ রাযি আল্লাহু আন্‌হু ফরমাইলেন, "আমি চাইনা যে, তোমাদের অবসাদ জন্মে। সেজন্য ফাঁক দিয়া, অবকাশ দিয়া তোমাদের মধ্যে ওয়ায করি, যেমন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অবকাশ দিয়া ফাঁকে ফাঁকে আমাদিগকে ওয়ায শুনাইতেন, যাহাতে আমাদের মধ্যে গ্লানি বা অবসাদের সৃষ্টি না হইতে পারিত।" ('মুসলিম')।

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ: এ এইচ, এম, আলী আনওয়ার

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃ:]

—হযরত ইমাম মাহদী (আ:)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

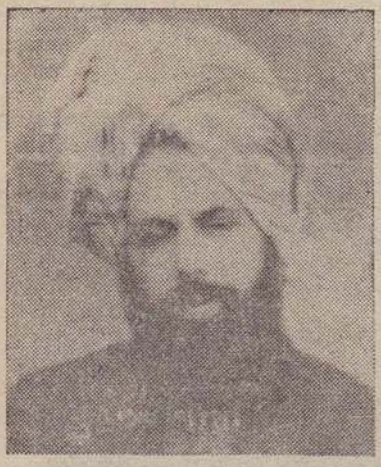

রসুল করীম (সাঃ আঃ)-কে সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছে যাহা তাঁহারই পূর্ণগুণ-সম্পন্ন সত্তায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

যে ব্যক্তি হুজুর (সাঃ আঃ)-এর পায়রবী ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে তৌহীদের দাবীদার, সে শয়তানের চাইতেও নিকৃষ্ট।

"খোদার রসুল (সাঃ)-এর স্বীকৃতি, তৌহীদের স্বীকৃতির জন্য এক অবশ্যম্ভাবী ও ফলশ্রুতিমূলক কারণ বিশেষ এবং এতদউভয়ের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যে, একটি আর একটি হইতে পৃথক হইতে পারে না। যে ব্যক্তি রসুলের পায়রবী ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকেই তৌহীদের দাবীদার, তাহার নিকট উহা নিছক এক শুষ্ক কাষ্ঠ বিশেষ, যাহার মধ্যে কোন শাঁস নাই। তাহার হাতে শুধু একটা নির্বাপিত প্রদীপ, যাহার মধ্যে কোন আলো নাই। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যদি কেহ খোদাকে 'ওয়াহেদ লা শরীক' (এক অদ্বিতীয়) বলিয়া জ্ঞান করে কিন্তু সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে না মানে, এইরূপ ব্যক্তি নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই জানিও, তাহার হৃদয় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ। সে অন্ধ। সে তৌহীদ সম্বন্ধে কোনই খবর রাখে না যে, উহার স্বরূপ কি। বরং এরূপ তৌহীদের স্বীকৃতি দানে শয়তান তাহার তুলনায় উত্তম। কেননা শয়তান যদিও অবাধ্য ও আদেশ অমান্যকারী, তথাপি সে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু এই ব্যক্তি তো খোদাতেও প্রত্যয় রাখে না।"

(হাকীকাতুল ওহী', পৃঃ ১১৯)

"যদি এস্থলে প্রশ্ন করা হয় যে, উক্ত 'দর্জা বা মর্যাদা' যদি এই অধম এবং হযরত মসীহর জন্য স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রভু ও নেতা—সৈয়েদুল-কুল, আফজালুর-রসুল, খাতমান্নাবীইন হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য কোন্ দর্জাটি অবশিষ্ট থাকে?

সেহেতু প্রকাশ থাকে যে, উহা উচ্চতম এবং শ্রেষ্ঠতম মর্তবা; যাহা এই পূর্ণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিতেই (সাঃ) পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে এবং সেই মর্তবার স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব উপলব্ধি

(অবশিষ্টাংশ ২য় পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৩ই জুন ১৯৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন (নিখিল বিশ্ব সমূহের প্রভু) হইলেন আমাদের খোদা এবং তিনিই আমাদের খোদা এবং তিনিই আমাদের খোদা থাকিবেন। মোল্লাদের খোদায়ীর মুখে আমরা থুথও ফেলি না।

মোল্লাদের খোদাযী এই অপরাধে আমাদের সহিত যাহা মর্জি করুক। তাহারা নিজেদের কেব্লাহ্ পরিবর্তন করুক। আমরা নিজেদের কেব্লাহ (খানা-কাবা) কখনো পরিবর্তন করিব না।

কোরআনের খোদা তোমাদিগকে চ্যালেঞ্জ দিতেছেন। "যদি তোমরা এই পথে এক কদমও সম্মুখে অগ্রসর হও তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমার মোকাবেলা হইবে।"

আমি খোদার নামে, খোদার কোরআনের নামে এবং খোদার মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি। এই জালেমানা কার্য্যকলাপ হইতে বিরত হও। অন্যথা তোমরা খোদার আজাবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়া যাইবে।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام - وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة - الا الذين ظلموا منهم - فلا تخشوهم واخشوني - ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ○

(অর্থ :—"এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হওনা কেন, নিজেদের মনোযোগ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরাও যেখানেই থাকনা কেন

নিজেদের মুখ ইহার দিকে ফিরাইবে, যাহাতে ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা এই (বিরুদ্ধাচরনে) জুলুমে ব্যাপৃত রহিয়াছে, (অন্যান্য) লোকদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর 'হুজ্জত' (অর্থাৎ দলিল প্রমাণসহ যুক্তি ও অভিযোগ) না থাকে। অতএব, তোমরা এই (জালেমদিগকে) ভয় করিওনা এবং আমাকে ভয় কর (এই আদেশ আমি এই জন্য দিয়াছি, যাহাতে তোমাদের উপর লোকদের 'হুজ্জত' না থাকে) এবং যাহাতে আমি স্বীয় পুরস্কার তোমাদিগকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা হেদায়েত পাইতে পার।")

অতঃপর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন:

পাকিস্তানে বিগত কয়েক বৎসর হইতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অনুসারে ওহাবীয়তকে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ষড়যন্ত্র জারী করা হইয়াছিল, বাহ্যতঃ সামরিক শাসন অবসান হওয়া সত্বেও উক্ত ষড়যন্ত্র ঐ ভাবেই কার্যকরী রহিয়াছে এবং ইহার অসদুদ্দেশ্যের মধ্যেও কোন তারতম্য ঘটে নাই, ইহার পদ্ধতির মধ্যেও কোন তারতম্য ঘটে নাই এবং ইহার ভয়াবহতার মধ্যেও কোন তারতম্য ঘটে নাই। বাহ্যিকভাবে সামরিক শাসনের অবসান হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র নামের পরিবর্তন হইয়াছে। যদি কোন পার্থক্য থাকে তাহা হইল এই যে, পূর্বে সেনাবাহিনীর প্রধান দেশের প্রেসিডেন্ট ছিল, এখন দেশের প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনীর প্রধান। ইহাকে এইভাবে পড়ুন বা ঐ ভাবেই পড়ুন ব্যাপারটি কার্যতঃ একই থাকিয়া যায় এবং ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে সামরিক দাসত্বের ধারনা উহার সকল দোষত্রুটি সহ মুর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই রহিয়াছে। ঐ গুটি উহাই রহিয়াছে। ঐ গুটি চালানোর হাতও উহাই রহিয়াছে এবং ইহার পশ্চাতে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সৃষ্টিকারী ও প্রনয়ণকারী মস্তিষ্ক ছিল, তাহা ঐ মস্তিষ্কই রহিয়াছে. যাহা এইভাবে কাজ করিতেছে। এই ষড়যন্ত্রের যে কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং আছে, তাহা উহাই রহিয়াছে যে ওহাবী ফেরকার আলেমদিগকে আহমদীয়া জামাতের উপর সর্ব প্রকারের জুলুম-নির্যাতন চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হউক এবং প্রতিষ্ঠিত করা হউক এবং মানবিক আদর্শের দিক হইতে এবং ধর্মীয় তাকিদের দিক হইতে তাহাদের জন্য কোন প্রকার শেষ সীমাই থাকিবে না। তাহাদের দাবী-দাওয়ায়, তাহাদের আমলে এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরনের ধরনের মধ্যে কোন প্রকারের কোন সীমা অবশিষ্ট থাকিবে না এবং এত জোরে ও এত কঠোরভাবে তাহারা এই আওয়াজ ধ্বনিত করিবে, যেন সমগ্র দেশের মনোযোগ এই ওহাবী আলেমদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং অন্যান্য আলেমদের যেন এই হিম্মৎ না থাকে যে তাহারা ইহাদের অন্যায় কাজকে অন্যায় বলিবে এবং রাজনীতিবিদগণ যেন ইহাদের দ্বারা এইরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে যে ইহাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানোর শক্তি না থাকে। এখানেতো ধর্মকে বিসর্জন দিয়া ধর্মবিরোধী আমল এখতেয়ার করা হইয়াছে। এই জন্য এই সীমার পরে তোমাদিগকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। হিটলারের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার ফিলসফি (দর্শন) অনুযায়ী এত অধিক ও বারবার মিথ্যা বলা হইবে এবং এত কঠোরভাবে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধাচরন ও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে

ঘৃণার আওয়াজ ধ্বনিত করা হইবে, যাহাতে সমগ্র দেশের রাজনীতিবিদগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদের (ওহাবী আলেমদের) বশ্যতা স্বীকার করে। অন্যান্য সকল ফেরকা, যাহারা এমনিতে ভয়ানক ঘৃণার দৃষ্টিতে এই ওহাবী ফেরকাকে দেখিয়া থাকে, তাহারাও এই ভয়ে যেন নীরব হইয়া যায় যে পাছে আমাদিগকে না আবার আহমদীয়াতের প্রতিনিধি বা আহমদীয়াতের PLEADER (উকিল) মনে করা হয় এবং দেশে এরূপে কোন কোন আওয়াজ যেন উত্থিত না হয়, যাহা এই ওহাবী আলেমদের আমল—বিরোধী আওয়াজ হয়। এবং ইহার কেন্দ্রবিন্দু ইহাই থাকিবে যে, দিনের পর দিন আলেমেরা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকিবে এবং এইরূপ পলিসির অধীনে ও এইরূপ আলেমের অধীনে দেশে কাহারো জন্য বিরুদ্ধাচরনের অবকাশই অবশিষ্ট রাখা হইবে না।

বস্তুতঃ ওহাবী আলেমদের এই আমল সামরিক শাসনের পৃষ্ঠপোষকতার সহিত সম্পৃক্ত এবং সামরিক শাসনের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যেই জারী রহিয়াছে এবং এখন পরিবর্তিত সামরিক শাসনের আকারেও যখন কিনা প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, এখনও এইভাবেই জারী রহিয়াছে, বরং ভয়ংকর অবয়ব ধারন করিয়া আরো অধিক নগ্নরূপ ধারন করিয়া চলিয়াছে এবং আরো অধিক হইতে অধিকতর বেপর্দা হইয়া চলিয়াছে। বেপর্দা হইতে উত্তম শব্দ হইল উলঙ্গ, যাহা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহারা আরো উলঙ্গ হইয়া যাইতেছে। ইহারা সকল লজ্জা-সরমের মাথা খাইতেছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন অংশই আর ইহাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। কয়েকদিন পূর্বে ধর্মমন্ত্রী জনাব হাজী তরীন সাহেবের একটি খুবই মজাদার বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আহমদী-দিগকে বাহ্যিকভাবে বড় ভদ্র ভাষায় একটি পরামর্শ দান করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রচ্ছন্ন ধমক, যাহা বুদ্ধিমান মানুষের নিকট ধরা পড়ে। কেননা ঐ ভদ্র ও মার্জিত ভাষার প্রলেপটি এতই মামুলী ও এতই ঠুনকো যে, ইহার পশ্চাতের আসল উদ্দেশ্য বুঝিয়া নেওয়া কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়।

তাহার যুক্তি শুনুন। তিনি বলেন যে, আমরা নিজেদের স্বদেশবাসী আহমদীদিগকে পরামর্শ দান করিতেছি যে, যখন পার্লামেন্ট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমগ্র জাতি আপনাদিগকে অমুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছে, তখন উহা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে আপনাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে? জিদ করাতো জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ব্যাপার। যখন জাতি আপনাদিগকে অমুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছে, তখন আপনারা ইহা গ্রহণ করিয়া নিন। ইহাতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? ইহা গ্রহণ করিলে আমরা আপনাদিগকে আর কিছুই বলিব না। কেবলমাত্র এই কথাই বলি যে, আপনারা ইসলামের যাবতীয় 'শায়ায়েরে'র (ইসলামী আচরণ ও জীবন ধারার) সহিত নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করুন, নিজেদের মসজিদের দিক পরিবর্তন করুন, কেবলা পরিবর্তন করুন এবং কলেমার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। ব্যাস, কথাতো এই সামান্য এবং ইহার যুক্তিযুক্ত কারণ এই যে, একটি রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আপনাদের বিরুদ্ধে একটি ফয়সালা দিয়াছে যে, আপনারা অমুসলমান। যখন আপনারা অমুসলমান হইয়া গেলেন, তখন ইসলামের যাবতীয় মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসের সহিত আপনাদের সম্পর্ক আপনা আপনিই ছিন্ন হইয়া গেল। এত মামুলী ধরণের বুদ্ধির কথাও আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না? ইহাই তাহার পরামর্শ যাহা বড় বড় শিরোনামের সহিত পাকিস্তানের পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি 'অন্যথা' রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, অন্যথা আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যাহা করিতেছি, উহা করিতে থাকিব।

এই পরামর্শের ব্যাপারে যে সকল চিন্তা-ভাবনা-যোগ্য বিষয় রহিয়াছে, উহাতো আছেই। কিন্তু স্বয়ং পরামর্শদাতা নিজের ইসলামকে বেপর্দা করিয়া দিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ নিজের ইসলামের কোন ভাব-মূর্ত্তিই অবশিষ্ট থাকিতে দেন নাই। ইহার বহু দিক রহিয়াছে। একটিতো হইল ঐতিহাসিক পটভূমি। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে 'নদওয়া'র (আরববাসী পৌত্তলিকদের পরামর্শালয়ে) আরবের বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের একটি সম্মেলন হইয়াছিল। সকল কোরেশ সর্দাররা একত্রিত হইল—বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যাহাদের মোকাবেলায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত ছিলেন সামান্য কয়েকজন গোলাম, হযরত আলী কররমাল্লাহু (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত খাদিজা (রাঃ), এইরূপ আরো দুই চারিজন এবং কিছু সুহৃদ হিতাকাঙ্খী, ইহারা আরব সর্দারদের মোকাবেলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার (সাঃ) সঙ্গে আরও কতিপয় কৃতদাস ও কতিপয় গরীব লোক ছিলেন। এই আরব সর্দারেরা একটি সম্মিলিত ফয়সালা দিয়াছিল যে ইহা সমগ্র জাতির ফয়সালা যে তোমরা (অর্থাৎ মুসলমানেরা) ইহা করিতে পার এবং ইহা করিতে পার না এবং উক্ত ফয়সালা মৌলিকভাবে ইহাই ছিল যে, আমরা তোমাদিগকে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পড়িতে দিব না। এই সামান্য কথাই ছিল! ইহার মধ্যে কি ভয়ানক দাবী-দাওয়া রহিয়াছে! এত মামুলী ও ছোট দাবী যে এই কলেমার সহিত নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন কর, তাহা হইলে জাতি কঠোরতার পরিবর্ত্তে তোমাদের সহিত নম্র আচরণ করিবে এবং তোমাদের যত পার্থিব সুযোগ-সুবিধাদি রহিয়াছে, ঐ সকল সুযোগ-সুবিধাই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। এই পয়গামের ইহাই ছিল সারকথা, যাহা হযরত আবু তালেবের মাধ্যমে তাঁহার (সাঃ) নিকট পেঁৗছান হইয়াছিল। একবার নয়, চারিবার বিভিন্ন আকারে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং চারিবার বিভিন্ন ভাষায় এই পয়গামেরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছিল যে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পড়িতে পারিবেন না। বাস্, ঝগড়াতো কেবলমাত্র ইহাই। এই কলেমার সহিত তোমরা নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন কর। তোমাদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যে জবাব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দান করিয়াছিলেন, উহাতো ছিল এক জিন্দা ও অমর জবাব। উহা এইরূপ জবাব ছিল না, যাহাকে কালের গতি কোন সময়েও রদ করিতে পারে এবং বিনাশ করিতে পারে। উহা ছিল অমর। কালের বিবর্ত্তন উহার উপর কোন প্রকারে এবং কোনভাবেই প্রভাব ফেলিতে পারে না। ঐ জবাব চিরস্থায়ী ছিল, চিরস্থায়ী রহিয়াছে এবং চিরস্থায়ী থাকিবে এবং ঐ জবাব ছিল এই যে :—

"তোমাদের সকল শৌর্য্যবীর্য্যসহ সকল শক্তি সামর্থ্য লইয়া তোমাদের যাহা মর্জি কর। কিন্তু এই প্রিয় কলেমার সহিত তোমরা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে না। এই কলেমা হইতে এক বিন্দু মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার অবকাশও আমাদের জন্য নাই।"

আজও আমাদের ইহাই জবাব। ইহারা যে ভদ্র ও মার্জিত সুরে কথা বলিতেছে, ইহারা কি ঐ ভদ্র ও মার্জিত কথা ভুলিয়া গিয়াছে, যাহা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মক্কায় বলা হইয়াছিল?

ইহারা আলেম সাজিয়া কিভাবে ইহা অস্বীকার করিতে পারে যে ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে।

ইহাদের এই কথা হইতে যাহা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহা হইল এই যে, খোদা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি স্রষ্টা, তিনি মালেক, তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহা কিছু তিনি আমাদের জন্য ফরজ করিয়া দিয়াছেন উহা আমাদের জন্য ফরজ হইয়া গিয়াছে। ইহার মোকাবেলায় কোন মানুষের কোন অধিকার নাই। যদিও কিনা সে গণতান্ত্রিক হয়, যদিও কিনা সে Dictator (একনায়ক) হয় বা অন্য কোন বেশে স্বৈরাচারী হয়, তাহার এই অধিকার নাই যে সে মানুষের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ইহা খোদা ও বান্দার সম্পর্ক। আমাদের ধর্মতো ইহাই।

ইহারা যখন এই রায় পেশ করিয়াছে যে, যেহেতু গণতন্ত্র এই সিদ্ধান্ত দান করিয়াছে যে ইসলামের সহিত তোমাদের সম্পর্ক নাই, অতএব তোমরা ইসলামের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর, তখন ইহারা গণতন্ত্রকে নিজেদের খোদা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে এবং এই নীতির অধীনে এখন ইহাদের উপর ইহা ফরজ হইয়া গিয়াছে। যদি ইহারা ভারতে বসবাস করে এবং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এখানে যাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলে তাহাদের সহিত ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই, অতএব কলেমা হইতে এখন তাহাদের মুখ ফিরানো উচিত, তাহাদের কেবলাহ্ পরিবর্ত্তন করা উচিত এবং ইসলামী 'শায়ায়েরের' সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত, তাহা হইলে এই আলেমরা, যাহারা আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে, তাহাদের এই অধিকার থাকিবে না যে তাহারা ভারত সরকারের এই কথা অস্বীকার করে। ভারতে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমানতো সম্ভবতঃ এই কথার উপর জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবে, আত্ম-মর্য্যাদার অভিব্যক্তি করিবে, ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উচ্চৈস্বরে ধ্বনিত করিবে এবং ভারত সরকারকে বলিবে যে, তোমরা যাহাকিছু মার্জ কর, আমরা এই কলেমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিব না। কিন্তু যেহেতু পাকিস্তানের এই আলেমরা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছে এবং একটি নীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অতএব এখন তাহাদের অস্বীকার করার কোন অধিকার নাই। পৃথিবীর যে কোন দেশে যদি ইহারা গিয়া বসবাস করে অথবা ইহাদের মান্যকারীরা গিয়া বসবাস করে এবং ঐ দেশের সরকার যদি ঐ একই জালেমানা ফয়সালা করে, যাহা পাকিস্তান সরকার আহমদীদের বিরুদ্ধে করিয়াছে, তাহা হইলে ইহারা নিজেদের পেশকৃত রায় অনুযায়ী কাবু হইয়া যাইবে এবং ইহাদের জন্য মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার অবকাশ থাকিবে না। ইহাদিগকে উক্ত সরকার জবাব দিতে পারে যে, তোমাদের জন্য অস্বীকার করার কি উপায় আছে? তোমরা নিজেরাই আহমদীদিগকে এই কথা বলিয়াছ যে, যেহেতু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এই ফয়সালা করিয়াছে যে তোমাদের সহিত ইসলামের সম্পর্ক নাই, অতএব তোমরা ইসলামের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। অতএব আমরাওতো এই কথা বলিতেছি যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আমাদের গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ফয়সালা করিয়াছে যে, তোমরা মুসলমান নও। কাজেই তোমরা ইসলামের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। অতএব সম্পর্ক ছিন্ন কর। ইহা এমন কি শক্ত ব্যাপার? ইহার অভ্যন্তরে আরো একটি প্রচ্ছন্ন ও অত্যন্ত ভয়ংকর এবং ঘৃণ্য কথা রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, কলেমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ কি?

ইহারা বলে যে, তোমরা কলেমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি দিক হইল এই যে, তোমরা কলেমার প্রদর্শনী করিও না। যদি ইহারা এই কথা বলে যে আমরা স্বীকার করি যে, তোমাদের হৃদয়েতো কলেমা আছে, কিন্তু ইহার প্রদর্শনী করিও না। তাহা হইলে ইহাতো এমনিতেই অর্থহীন কথা হইয়া পড়ে। এই জন্য সুগপৎ ইহাদের এই কল্পিত কথাও তৈয়ার করিতে হয় যে, তোমাদের হৃদয়েতো আমরা বসিয়া রহিয়াছি। খোদা কোথায় আছেন? হৃদয়েতো আলেমেরা রহিয়াছে এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আলেমেরা সমগ্র বিশ্বকে এই কথা বলিয়াছে। প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে, একজন আলেম বসিয়া রহিয়াছে! সে বলিতেছে যে, ইহাদের

সহিত কলেমার কোন সম্পর্ক নাই। ইহারা বাহিরে কলেমা পড়ে, কিন্তু ভিতরে অস্বীকার করে। অতএব কলেমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করার ইহাদের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। যখন ইহারা কলেমাকে সমর্থন করে, তখন আমাদের ক্রোধ জাগ্রত হয়।

ইহার অন্য দিক হইল এই যে, ইহারা (অর্থাৎ আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারী আলেমেরা) বলে যে যেহেতু তোমাদের হৃদয়ে কলেমা নাই, অতএব তোমরা ইহা অস্বীকার কর। অর্থাৎ এখন এই জন্য আমাদের ক্রোধ জাগ্রত হয় যে, যখন তোমরা বল যে, খোদা এক এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল ও বান্দা, তখন যেহেতু আমরা মনে করি যে, তোমাদের হৃদয়ে খোদা ও রসুল নাই, অতএব তোমরা যখন খোদা ও রসুলকে সমর্থন কর তখন আমাদের ভয়ানক ক্রোধ জাগ্রত হয়। হাঁ, যদি আমাদের হৃদয় শীতল করিতে হয় তাহা হইলে এই এলান কর যে, "খোদা এক নহে এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (নাউজুবিল্লাহ) তাঁহার রসুল ও বান্দা নহে।" তাহা হইলে দেখিবে আমাদের হৃদয় কিরূপ শীতল হইয়া গিয়াছে এবং আমরা কত শান্তি লাভ করি এবং কিরূপ প্রশান্তি আমাদের নসীব হয়। তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সকল অধিকার দিয়া দিব। ইহা এখন যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। আহমদীরা কলেমা অস্বীকার করুক—ইহাই ইহাদের দাবী।

নাউজুবিল্লাহ মিন যালেক, যদি অসম্ভাব্যরূপে ইহাদিগকে সাময়িকভাবে 'আলেমুল গায়েব' (যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) খোদা ধরিয়া নেওয়া হয় এবং ইহারা আহমদীদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং আহমদীদের হৃদয়ে কলেমা না থাকে, তাহা হইলে আহমদীদের মুসলমান কয়ার কোন পন্থা নির্দেশ কর। তাহারা কিভাবে মুসলমান হইবে?

অতএব, এই সম্বন্ধেও চিন্তা ভাবনা কর যে, ধরিয়া নেওয়া যাক যে হতভাগ্য আহমদীদের হৃদয়ে কলেমা নাই, কিন্তু একদিন তাহাদের খেয়াল হয় এবং তাহারা ভীত হইয়া পড়ে যে, আচ্ছা, এখন আমরা মুসলমানই হইয়া যাই। কেননা অন্যদিকে এই ধমকও দেওয়া হইতেছে যে তোমরা মুসলমান হইয়া যাও, অন্যথা তোমাদের কপালে আরো দুর্ভোগ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারা কিভাবে মুসলমান হইবে, যখন কিনা কলেমা পড়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ? যখন তাহারা কলেমা পড়িবে তখন তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। আহমদীদের জন্য মুসলমান হওয়ার কোন্ রাস্তা বাকী রহিয়াছে?

ইহা হইল বোকামী ও বোকামীর পরাকাষ্ঠা এবং বোকামীর বিশাল স্তূপ, যাহার সমাপ্তি ঘটিতেছে না। এখন যদি ইহার গ্রন্থি খুলিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবেন যে, এই সফর কতইনা মনোহর!

আহমদীদের কেন কলেমা পড়ার অধিকার নাই—এই ব্যাপারে একজন মৌলবী সাহেবের বক্তব্য শুনুন। তিনি জানেন যে, ইহা হইল ঐ তাহরীক যাহা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মক্কার কাফেরদের পক্ষ হইতে চালানো হইয়াছিল। তিনি তাহার আদ্যপান্ত অবগত আছেন এবং অবগত হওয়া সত্ত্বেও চক্ষু মেলিয়া আমাদের নিকট দাবী করা হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা কোন সাধারণ মৌলবীর বক্তব্য নয়, যাহা আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে যাইতেছি। ইহা হইলেন মৌলানা তাজ মোহাম্মদ সাহেব, নাযেমে আলা, মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুয়ত, বেলুচিস্তান। ইনি সমগ্র বেলুচিস্তান বা কোয়েটার প্রধান এবং মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুয়তের নাযেমে আলা। আদালতে একজন আহমদী যুবককে পেশ করা হইয়াছিল। তাহার অপরাধ এই ছিল যে, সে কলেমা তৈয়্যবার ব্যাজ লাগাইয়াছিল এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' আবৃত্তি করিতেছিল এবং প্রকাশ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করিতেছিল এবং 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনি দিতেছিল। ইহাতে তাহারা (আলেমরা) উত্তেজিত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের মধ্যে এত আত্ম মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইল যে, তাহারা আহমদী যুবককে বলপূর্বক পাকড়াও করিয়া মারিতে মারিতে কোয়েটা পুলিশের নিকট পেশ করিল। পুলিশের পক্ষে যত জুলুম করার ছিল, তাহারা করিল। অতঃপর তাহাকে কিছু দিনের জন্য হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। আমাদের ফারুকী

সাহেব যিনি এখানকার জামাতের অডিটর, ইহা তাহার ছোট ভাইয়ের ঘটনা। তাহার সহিত আরো যুবক ছিল। অতঃপর এই সকল জুলুম নির্যাতনের পর তাহাকে জেলে আবদ্ধ করা হইল। তাহার জামানত হওয়ার পর মোকদ্দমা চলিতেছে।

ইহা (পাকিস্তান) পৃথিবীতে এক অদ্বীতিয় দেশ। ঐ যুগের মক্কাকে বাদ দিলে, যাহার কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, চৌদ্দশত বৎসর পর আবার এই দেশটির জন্ম হইল। ইহা এইরূপ একটি দেশ, যেখানে কলেমা পাঠ করা সবচাইতে অধিক ভয়ংকর অপরাধে পরিণত হইয়াছে এবং এই অপরাধের জামানত হইতে পারে না। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট জামানত দিয়াও থাকেন। কেননা এখন পর্য্যন্ত জন-সাধারণ কলেমাকে ভালবাসে। তাহারা মৌলবীদের এই যুক্তি বুঝিতেই পারে না যে, কেহ কলেমা পাঠ করিলে তাহার উপর রাগ করিতে হইবে। কাজেই যে ম্যাজিষ্ট্রেট জামানত দেন, তিনি নিজের ভবিষ্যৎকে বিপদসংকুল করিয়া জামানত দিয়া থাকেন। তিনি জ্ঞাত আছেন যে, যদি এই সরকার ক্ষমতায় থাকে, তাহা হইলে তাহার উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু, আইন তাহাকে জামানত দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয় না। যাহা হউক, কোন সৎ ও সাধু ব্যক্তি উক্ত আহমদী যুবকের জামীন হইয়াছিলেন এবং কোন সৎ ও সাধু ব্যক্তি তাহার জামানত কবুল করিয়াছিলেন। অতএব মোকদ্দমা জারী রহিয়াছে।

এই মোকদ্দমায় যখন নাযেমে আলা, মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুয়ত, মাওলানা তাজ মোহাম্মদ সাহেবকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তখন তিনি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলেন :—

"ইহা সত্য যে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে যে ব্যক্তি নামাজ পড়িত, আযান দিত বা কলেমা পড়িত তাহার সহিত মোশরেকেরা এই আচরণই করিত, যাহা আজ আমরা আহমদীদের সহিত করিতেছি।"

ইহা আদালতে দেওয়া বর্ণনা। ইহা মোহরাঙ্কিত ও ইহার উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের সত্যায়ন মওজুদ রহিয়াছে। ইহার উপর আদালতের সীল-মোহর রহিয়াছে। ইহা আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ইহাদের বিবেকের উপর মোহর লাগিয়াছে। এই বিবৃতির উপর মোহর লাগে নাই। কত বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমি ইহাদের জন্য "উলঙ্গ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহাদের জন্য উলঙ্গ হওয়ার যুগ আসিয়াছে। এত নগ্ন হইয়া ইহারা স্বীকার করিতেছে যে, নামাজ পড়া, আযান দেওয়া ও কলেমা পড়ার অপরাধের শাস্তিতে ঐ মোশরেকেরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার গোলামদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু করিত, আমরাও আহমদীদের বিরুদ্ধে তাহাই করিতেছি। অতএব মোশরেকেরা আমাদিগকে পন্থা শিখাইয়া দিয়াছে যে, কিভাবে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার গোলামদের মোকাবেলা করিতে হয় এবং আমরা ঐ মোশরেকদের পদাংক অনুসরণ করিয়া ও তাহাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া আহমদীদের সহিত আচরণ করিতেছি।

অতঃপর ইহারা বলে যে, তোমরা (আহমদীরা) নিজেদের মসজিদের দিক পরিবর্তন কর। ইহা ইসলামী শায়ায়েরের বিরুদ্ধ। যখন আমরা বলিয়া দিয়াছি যে, ইসলামের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই, তখন তোমাদের মসজিদের দিক পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত, কেবলাহ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রথম দাবীও খোদায়ীরই দাবী। 'আলেমুল গায়েব' (যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) হওয়ারও দাবী রহিয়াছে এবং ইহাদের এই দাবীও রহিয়াছে যে আমরা তোমাদের ধর্ম নির্ধারিত করিয়া দিব এবং আমরা তোমাদের জন্য যে ধর্ম সাব্যস্ত করিয়া দিব, উহার উপর চলা তোমাদের জন্য ফরয হইবে। তাহাদের নিকট আমাদের ধর্মের সার-কথা হইল এই যে, হয়তো আহ্‌মদীয়াত আল্লাহ জাল্লাশানুহুকে অস্বীকার করিতে হইবে, তৌহীদকে অস্বীকার করিতে হইবে এবং হয়রতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালতকে অস্বীকার করিতে হইবে।

তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি আহমদীদের জন্য এই ধর্মই নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। ধর্মতো খোদা বানাইয়া থাকেন। অতএব, তোমাদের মত খোদাদিগকে আমরা অস্বীকার করি এবং লক্ষ লক্ষ বার নহে কোটি কোটি বার প্রত্যেক আহমদী স্বীয় আমল দ্বারা তাহার সব কিছু লইয়া প্রতি মুহূর্তে তোমাদের খোদায়ীকে অস্বীকার করিতেছে। এই জন্য যাহা তোমাদের মর্জি কর। মেশেরেকদের নিকট হইতেই শিখিয়া থাক না কেন বা তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাওনা কেন, আহমদীয়াত তোমাদিগকে খোদা বলিয়া কবুল করার জন্য কোন মূল্যেই এবং কোন মুহূর্তেই প্রস্তুত হইবে না। যদি তোমাদের গায়রুল্লাহর (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ বা কিছুর) ইবাদতের আকাঙ্খা হয় অথবা অভ্যাস হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তোমরা দ্বিধাহীনভাবে তাহা করিতে থাক। ইহা আমাদের নীতি নয় যে, অন্যদের ধর্মে আমরা হস্তক্ষেপ করি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম মোবারক হউক। কিন্তু আহমদীয়াতের ধর্মতো উহাই, যাহা কোরআন এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্ম ছিল এবং আছে ও থাকিবে এবং পৃথিবীর কোন স্বৈরাচারী সরকার এই ধর্মকে পরিবর্তন করিতে পারে না। তাহারা সোচ্চার হইয়া এই কথা বলে যে, তোমরা নিজেদের মসজিদের দিক পরিবর্তন কর। তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া যাইব। তোমাদের সন্তুষ্ট হওয়ার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক রহিয়াছে? আমরাতো নিজেদের খোদার সন্তুষ্টি চাহিতেছি। তোমরা যদি সন্তুষ্ট না হও তো, না হও। (ক্রমশঃ)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৩১শে জুলাই, ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ :—মাজির আহমদ ভূঁইয়া

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

যে মহান আমানতের হেফাজতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে তোমরা (প্রতিকুলতার মোকাবিলায়) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছো উহাতে কায়েম থাকো।

যদি তদ্রূপ কর তা'হলে ফেরেস্তারা অনিবার্যভাবে তোমাদের হেফাজত করবে।

لہ معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ - ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسھم واذا اراد اللہ بقوم بسوء فلا مرد لہ-وما لھم من دونہ من وال o

কুরআনী আয়াতের ব্যাপক অর্থঃ

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা রা'দের উক্ত ১২ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। আয়াতটির তরজমা নিম্নরূপ ঃ

"তাঁহার (অর্থাৎ আল্লাহর) তরফ হইতে তাহার (অর্থাৎ এই রসুলের) সম্মুখেও এবং পাশ্চাতেও (সারিবদ্ধভাবে) আগুয়ান একদল ফেরেস্তা (হেফাজতের উদ্দেশ্যে) নিযুক্ত রয়েছে, যাহারা আল্লাহর আদেশে তাহার হেফাজত করিতেছে। নিশ্চয় আল্লাহ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্তিত করে ; এবং যখন আল্লহ কোন জাতির সম্বন্ধে শাস্তি দানের ফয়সালা গ্রহণ করেন, তখন সেই আযাবকে কেউ ঠেকাইতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সাহায্যকারীও হইতে পারে না।"

তারপর হুজুর বলেন যে, উক্ত আয়াতটি বহু প্রকারের ব্যাপক অর্থ পরিব্যাপ্ত করে আছে। উহার ব্যাপকতা শুধু বর্তমান কালের উপরই বিস্তৃত নয়, বরং অতীত কাল এবং অত্যন্ত দূরবর্তী অতীকালেও বিস্তৃত এবং শুধু ভবিষ্যৎকালের উপরই নয় বরং অনেক দূরবর্তী ভবিষ্যৎকালের উপরও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে চলতে থাকে এবং ইহার বিষয়বস্তুর সম্পর্ক সর্বজনীন। ইহা জাগতিক বিষয়াদির সহিতও সম্পর্কযুক্ত একটি আয়াত এবং দ্বীনি বিষয়া-

দির সহিতও সম্পর্কযুক্ত। ইহা সাধারণ হেফাজতের বিষয়টিও বিবৃত করে এবং বিশেষ হেফাজতের বিষয়টিও। অর্থাৎ জাগতিক হেফাজতেরও ইহাতে উল্লেখ রয়েছে এবং দ্বীনি হেফাজতেরও উল্লেখ রয়েছে। যে মজমুনটি সম্বন্ধে জামাত বহু পূর্ব থেকে অবগত হয়ে আসছে তাও এতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ মুজাদ্দিদিয়াত সম্পর্কিত মজমুন—খোদাতায়ালা কি ভাবে কি উপায়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়গামের হেফাজত করবেন এবং যুগ যুগ ব্যাপী করতে থাকবেন। যেভাবে অতীতে তৌরাত "সেই নবী" অর্থাৎ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়গামের হেফাজতের ভিত্তি সমূহ স্থাপন করেছে, তেমনি ভবিষ্যৎকালেও ইহার হেফাজতের জন্য খোদাতায়ালা 'মুরাক্কেবাত' (—সারিবদ্ধভাবে আগুয়ান হেফাজতকারীদের) প্রেরণ করবেন। হুজুর বলেন যে, ইহা এক সুবিস্তৃত মজমুন। আমি উহার একটি বিশেষ অংশের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রতিটি প্রাণীর জন্য খোদাতায়ালা হেফাজতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন ঃ

যেখানে আল্লাহতায়ালা বলেছেন : لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (অর্থাৎ "উহার অগ্র-পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে আগুয়ান হেফাজতকারীগণ রয়েছে'), সেখানে একেত্রে সাধারণ হেফাজতের মজমুন বর্ণিত হয়েছে—অর্থাৎ প্রতিটি জীবনধারী বস্তুই এমনি নিজস্বভাবে জীবিত নয়, বরং 'কাইয়ুম' (চিরসংরক্ষণকারী) খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে উহার সংরক্ষণ ও হেফাজতের এমন একটি সুগভীর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে যা কিনা উহার জন্মেরও পূর্ব থেকে চলে আসছে এবং যা উহার মৃত্যুর পরও জারী থাকবে। উহার পিছনেও উহার হেফাজত আছে এবং সম্মুখেও উহার হেফাজত আছে। উহার জীবদ্দশাতেও অগ্র-পশ্চাতে আল্লাহতায়ালার নিয়োজিত হেফাজতকারীগণ উহার হেফাজতের ব্যবস্থা করে চলেছে। অন্যথায়, জীবন নিজে নিজে কায়েম থাকা সম্ভবই নয়। লক্ষ লক্ষ এরূপ উপকরণ মওজুদ রয়েছে যেগুলিকে জীবনের উপর যদি অধিকার ও প্রাধান্য বিস্তারের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে সেগুলির একটিও জীবনকে ধ্বংস করে দিতে সম্পূর্ণ যথেষ্ট।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পয়গামের হেফাজতের অনন্য সাধারণ ব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ রুহানী অংশটির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করে হুজুর বলেন যে, এখানে বিশেষভাবে হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পয়গামকে বুঝায়। لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ আয়াতাংশে হেফাজতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র হিসাবে হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং আল্লাযতায়ালা বলেছেন যে, তাঁর নবুওয়াতের সূত্রপাতেরও বহু পূর্ব থেকে খোদাতায়ালা তাঁর পয়গামের হেফাজতের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন এবং যতজন নবীই (তাঁর পূর্বে) এসেছেন, তাঁরা এই পয়গামকে সযত্নে হেফাজতের সহিত সম্মুখে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে

যেতে থাকেন। যেমন কিনা Relay Race-এ হয়ে থাকে, তেমনি ধারায় এক নবী থেকে আর এক নবী, তাঁর থেকে তাঁর পরবর্তী নবী পর্যন্ত তিনি (সাঃ) ও তাঁর পয়গাম সম্পর্কিত মজমুন স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং পরিশেষে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে 'আমীন' (আমানতের ভারপ্রাপ্ত) ছিলেন তাঁর নিকট যেন এই দ্বীনের আমানতটি হেফাজত সহকারে সযত্নে পৌঁছে যায়। হুজুর বলেন, কিয়ামতকাল অবধি এই মজমুনের হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে এবং এরূপ 'মুয়াক্কেরাত' (সারিবদ্ধ হেফাজতকারী দল) খোদাতায়ালা এমনভাবে প্রেরণ করতে থাকবেন যে এই পয়গামের রুহ (প্রাণবস্তু) অথবা উহার দেহ (বাহ্যিক অবয়ব) যখনই বিপদের সম্মুখীন ও সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হবে, তখনই খোদাতায়ালার নিয়োজিত 'মুয়াক্কেবাত' ইহার হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।

দ্বীন-ইসলামের হেফাজতকারীদের হেফাজত খোদাতায়ালা স্বয়ং করবেন :

হুজুর বলেন, এখানে আপনাদের জন্য আর একটি মনোমুগ্ধকর মজমুনও বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি এই যে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত আমানতের যারা হেফাজত করে থাকে এরূপ জাতির নিকট থেকে তিনি কখনও তাঁর নেয়ামত সমূহ কেড়ে নেন না এবং তাঁর প্রীতিসুলভ ব্যবহারও প্রত্যাহার করেন না। এখানে সেই আমানতটিই বুঝায় যা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কোন জাতির নিকট সমর্পন করা হয়ে থাকে, এবং খোদাতায়ালা এই ওয়াদা করেন যে ঐ জাতি যদি সে আমানতের হেফাজত করে, তাহলে খোদাতায়ালা সেই জাতির নিকট থেকে তাঁর নেয়ামত সমূহ কেড়ে নিবেন না, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই আমানতের হেফাজতে তৎপর থাকবে, খোদাতায়ালার ফেরেস্তারা তাদের হেফাজত করে যেতে থাকবে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, জামাত হিসাবে আমরা যত বিপদেরই সম্মুখীন হয়ে থাকি, সেগুলির উপর উক্ত আয়াতটি প্রজোয্য হয়। আমাদের সম্মুখে যে সব বিপদ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির মধ্যে আমাদের ব্যক্তিসত্তার সহিত সম্পৃক্ত এমন কোন একটিও নয়। সবগুলি বিপদের সম্পর্কই হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়গামের হেফাজতের সহিত জড়িত। হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের আগমনের উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্যই হলো ইসলামকে পুনরুজ্জীত করে তোলা এবং ইসলামকে পূর্ণ শান ও পূর্ণ সৌন্দর্য সহকারে পুনরায় দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত করা। ইসলামের উপরে যতগুলি ব্যাধি ও দুঃখই আপতিত হয়েছে সেগুলি নিরাময়ের কাজ তাঁর উপরই ন্যাস্ত করা হয়েছে। হুজুর বলেন, একজন আহমদীর জীবনের উদ্দেশ্যে ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়। আপনারা যে সব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন—একান্ত-ভাবে দ্বীনে-ইসলামের হেফাজতের জন্যই সেগুলির সম্মুখীন হয়েছেন, এবং আল্লাহতায়ালা এই ওয়াদা করেন যে, যদি তোমরা আমার দ্বীনের হেফাজতে প্রস্তুত ও তৎপর থাকো, তাহলে আমি তোমাদের হেফাজত করবো।

হুজুর বলেন, মৌলবীরা রব তুলেছে যে তারা আমাদের (আহমদীদের) পশ্চাদ্ধাবন করতে এসেছে। হুজুর বলেন, তোমরা যত ইচ্ছা পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকো আমাদেরকে তো চৌদ্দশ বছর পূর্বেই খোদাতায়ালা এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "এই সব পশ্চাদ্ধাবনকারী তোমাদের পিছনে ছুটে বেড়াবে। আমরা তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, তোমাদের (আহমদীদের) সম্মুখেও তোমাদের হেফাজতকারীগণ দৌড়াবে এবং তোমাদের পশ্চাতেও তোমাদের হেফাজতকারীগণ দৌড়াতে থাকবে। কে আছে যে পশ্চাদ্ধাবন করে তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে? শর্ত এই যে, যে মহান আমানতের হেফাজতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে তোমরা সকল বিপদের মুখে অবিচল ভাবে দণ্ডায়মান আছো তাতে তোমরা যেন কায়েম ও স্থির থাকো। যদি তদ্রূপ কর তা'হলে ফেরেস্তারা অনিবার্যভাবে তোমাদের হেফাজত করবে এবং জামাত ঐ যাবতীয় নেয়ামতের দ্বারা ভূষিত হবে যে সকল নেয়ামত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদেরকে দান করা হয়েছিল।

এরপর হুজুর (আইঃ) দোওয়ার তাহরীক করেন এবং বলেন যে বিদায় কালেও (অর্থাৎ ইংল্যান্ড জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা শেষে প্রত্যাগমণের সময়ও) দোওয়া করতে থাকুন। বদ নিয়ত এবং দুরভিসন্ধি বেড়েই চলেছে, এবং দুস্কৃতি বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। সেই জন্য অনেক বেশী আপনাদের খোদাতায়ালার হেফাজতের প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে কুরআন করীমে যে নীতি বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, আপনারা দ্বীনে-ইসলামের হেফাজতের জন্য কমর বেঁধে প্রাণপণে ও পূর্ণোদ্যমে তৎপর হোন, তাহলে খোদাতায়ালার ফেরেস্তারা আপনাদের হেফাজত করবে।

সানী খোৎবার এক পর্যায়ে হুজুর (আইঃ) কয়েকটি নামায-জানাযা-গায়েব এবং একটি উপস্থিত জানাযা সম্বন্ধে ঘোষণা করেন (এটি ছিল মোকাররম ইহতিজাজ আলী জোরেইবীর। তিনি ইংল্যাণ্ড জামাতের সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে করাচী থেকে এসেছিলেন। হঠাৎ অসুখ পড়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)।

ইংল্যাণ্ড সালানা জলসার পর ইহা ছিল হুজুর (আইঃ)-এর প্রথম জুম্‌য়ার খোৎবা এই উপলক্ষে ইংল্যাণ্ডের জামাত সমূহ ব্যতীত পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের বিপুল সংখ্যক মেহমান উপস্থিত ছিলেন। অতএব, মসজিদে-ফজল ব্যতীত 'মাহমুদ হল' এবং 'মুসরত হল'ও পরিপূর্ণ ছিল। এছাড়াও বাহিরে ঘাসযুক্ত খোলা প্লটে একটি সুপ্রশস্ত শামিয়ানা স্থাপন করা হয়েছিল। উহাও মুসল্লিদের দ্বারা ভরপুর হয়ে যায় বরং উহার বাহিরেও চতুর্দিকে খোদার বান্দাগণ তাঁর ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ আলা যালেক।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নাসর' ২৯শে আগষ্ট ১৯৮৬ইং)

(২)

[৮ই আগষ্ট '৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

চলতি বছরে জামাত আহমদীয়ার বিশেষ কর্মসূচী ঃ--

বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশনা, মসজিদ নির্মাণ, দাওয়াত ইলাল্লাহ ও সিরাতুন্নবীর সভা অনুষ্ঠান এ চারটি কাজকে বিপুলভাবে বিস্তার দিতে হবে।

তাশাহুদ তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা ফাতেরের ৯—১২ নম্বর আয়াত সমুহ তেলাওয়াত করেন। আয়াতগুলির তরজমাসমুহ নিম্নরূপ :

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ـ فإن الله يضل من يشاء ويهدي
من يشاء ـ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ـ إن الله عليم بما يصنعون o
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا
به الأرض بعد موتها ـ كذلك النشور o من كان يريد العزة فلله العزة
جميعا ـ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ـ والذين يمكرون
السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور o

অর্থ :—"যে ব্যক্তির নিকট তাহার বদ-আমলী (কুকর্ম) সুশোভিত হইয়া দেখা দেয় এবং উহাকে সে শুভ বলিয়া মনে করে (এরূপ ব্যক্তি কি হেদায়ত লাভ করিতে পারে) ? অতঃপর স্মরণ রাখিবে যে, আল্লাহতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ যাহাকে ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত পান) তাহাকে নিপাত করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ কৃতকার্য হওয়ার উপযুক্ত পান) তাহাকে কৃতকার্যতার পথ দেখাইয়া দেন ; অতএব, তাহাদের জন্য দুঃখ করিয়া তোমার প্রাণ যেন বিসর্জিত না হয় ; আল্লাহ তাহাদের কার্যকলাপ সম্যক জানেন।

এবং আল্লাহ সেই, যিনি বায়ুমণ্ডলীকে প্রবাহিত করেন যাহা মেঘমালা বহন করে, তারপর আমরা উহাকে কোন মৃত জমির দিকে ধাবিত করিয়া লইয়া যাই এবং উহার দ্বারা জমিকে উহার মৃত্যুর (অর্থাৎ শুস্কতার) পর সজীব করে তুলি ; অনুরূপভাবে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নির্ধারিত রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি সম্মান-সম্ভ্রম কামনা করে, তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে, সম্মান-সম্ভ্রম সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ও তাঁরই অধিকারভুক্ত ; পবিত্র কথা তাঁহারই দিকে আরোহন করে এবং সময়োপযোগী সৎকর্ম সেগুলিকে (অর্থাৎ পবিত্র কথাকে) সমুন্নত করে ; যাহারা (তোমাদের বিরুদ্ধে মন্দ) তদ্বির চালায়, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত এবং তাহাদের মন্দ তদ্বির স্বয়ং বিলীন হইয়া যাইবে, (তোমরা হইবে না)।"

জামাত আহমদীয়ার এবং বিরুদ্ধবাদীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনদ্বয়ের মুল্যায়ন ঃ

অতঃপর হুজুর (আইঃ) ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক দু'টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা উল্লেখ করেন। একটি আহমদীয়া জামাতের সম্মেলন এবং অপরটি আহমদীয়া জামাতের

বিরুদ্ধবাদীদের সম্মেলন। হুজুর বলেন, উভয়ের উদ্দেশ্যাবলী দৃশ্যতঃ নেক ও উচ্চাঙ্গীন ছিল। আল্লাহ ও রসুলের মহব্বতের নামে উভয় জলসা অনুষ্ঠিত হয়। খোদাতায়ালা বলেন যে উভয় পক্ষের লক্ষ্য ও দাবী যখন একই রকম বলে প্রতীয়মান হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে যে কাজতো দেখতে শুভ ও সুন্দর মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাদের কাজ বাস্তবতঃ শুভ ও সুন্দর হয় না ঐ সকল লোকের জন্য খোদাতায়ালা কতৃক তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিণাম নির্ধারিত হতে পারে না। বস্তুতঃ যারা পবিত্র নাম সমূহের ভিত্তিতে অসৎকাজ করেও মনে করে যে তারা ভাল কাজই করছে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সৎ ও অসৎ কাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনঃ

হুজুর বলেন, সদিচ্ছার দাবীদার এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডকে শুভ ও সুন্দর বলে ধারনাকারী এমন বহু লোকই আছেন। এদের সত্যাসত্য নির্ণয় ও পার্থক্য নিরূপনের উপায় কি, যাতে বাস্তবিকপক্ষে সৎকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারে যে, সে নেক কাজ করেছে। আর তেমনিভাবে প্রকৃতপক্ষে অসৎ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি যেন নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার কাজ অসৎ ও অন্যায়। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং ব্যাপারটি খুবই প্রাঞ্জল ও পরিষ্কারভাবে খুলে বলা হয়েছে যে, ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর খাতিরে সৎ কাজ করে তারা জীবন প্রদায়ক লোক হয়ে থাকে, তারা জীবন হননকারী হয় না বরং তারা মৃতদেরকে নবজীবন দান করে এবং তাদের দ্বারা কল্যাণ ও রহমত জারী হয়ে থাকে। জুলুম-অত্যাচার, ধ্বংসলীলা, নির্যাতন, সীমালঙ্ঘন ও মৃত্যুর হুমকি জারী হয় না। হুজুর বলেন, উল্লিখিত উভয় দিক থেকে যখন আমরা ঐ দু'টি সম্মেলনে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীর মধ্যে তুলনা করি, তখন ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে খোলাখুলিভাবে সামনে এসে দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের মর্যাদার নামে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে উহাতে প্রথম থেকে শেষ অবধি অত্যন্ত অশ্লীল ও জঘন্য গালিগালাজ অনর্গল উচ্চারণ করা হয়, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও হযরত উম্মুল-মুমেনীন (রাঃ) এবং সেলসেলা আহমদীয়ার বুজুর্গদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, "আমরা প্রতিটি আহমদীকে বধ করবো এবং মাটির সহিত মিশিয়ে দেবো"। এর মোকাবিলায় জামাত আহমদীয়ার সম্মেলনে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সাঃ)-এর নামের জিকির ও আলোচনা সোচ্চারিত হয় এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্যের গীত গাওয়া হয় ও তাঁর গৌরবধ্বনি উচ্চারিত হয়। সে কি অদ্ভুত রকম জ্ঞান-তত্ত্বের অমৃতধারা তিন দিন ব্যাপী বিতরণ হতে থাকে এবং আহমদীয়া জামাতের সদস্য ও অন্যান্য যোগদানকারীরা গভীরভাবে অনুভব করেন যে, এর চেয়ে উত্তম না তাদের অর্থ-কড়ির দাম ছিল, না সময়ের মূল্য, এবং সেখানে কর্মসূচী পেশ করা হয় এই যে, আমরা সারা বিশ্বকে জীবন প্রদানের উদ্দেশ্যে এসেছি এবং নবজীবন দান করাই হলো আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

পবিত্র কথার সাথে আমলে-সালেহ বা সৎকর্মও জরুরীঃ

হুজুর বলেন, তারা (বিরুদ্ধবাদী) অশ্রাব্য ও অশ্লীল গালমন্দ ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে মনে করেছে যে তারা আহমদীয়া জামাতকে খুব লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। হুজুর বলেন, এর জবাব আল্লাহতায়ালা পরবর্তী আয়াতে দিয়েছেন এই যে তোমাদের হাতে

সম্মান-সম্ভ্রম কোথা থেকে এসে গেল? তোমরা ইজ্জত বণ্টনকারী হয়ে কোথা থেকে এসে পড়লে? তোমাদের হাতে তো তোমাদের নিজেদেরই ইজ্জত নাই। সকল ইজ্জত আল্লাহ্-তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট এবং ইজ্জতের মালিক তিনিই।

হুজুর বলেন, শুধু জোর গলার দাবী সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারে না বরং সেই সঙ্গে যদি আমলে সালেহ বা সময়োপযোগী সৎকর্ম ও সম্পাদন কর তাহলে তোমাদের নাম আকাশ পর্যন্ত আরোহণ করবে এবং আকাশের তারকামালার মধ্যে তোমাদের নাম গণ্য হবে।

হুজুর বলেন, উক্ত তিনটি আয়াতে আমাদের এবং তাদের অবস্থাবলীর সম্পূর্ণ তুলনা পেশ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহতায়ালা এ নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন যে, ঐ সব লোককে তিনি তাদের বদ-আমল ও কুকর্মের ফলশ্রুতিতে কঠোর শাস্তি দিবেন। উক্ত বিষয়টির সম্পর্কে কেউ এ কথা বলতে পারে যে, "কঠোর শাস্তি দেয়া হবে তাতে আমাদের কি? আমরা তো তাতেও দুঃখ বোধ করবো। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্পর্ক তো এ কথাটির সহিত জড়িত যে তারা যে আমাদের সহিত দুষ্কৃতি করে চলেছে সেগুলোর কি ঘটবে?" এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, আমরা তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তাদের সমস্ত কলা-কৌশল ও দুরভিসন্ধি নিস্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। শুধু একটি কথা তোমাদের দৃষ্টিগোচর থাকা উচিত যে, তোমরা যেন আমলে সালেহ অর্থাৎ সময়োপযোগী সৎকর্মে উন্নতি লাভ কর এবং নিজেদের আমলকে উত্তম থেকে উত্তম করে গড়ে তুলতে থাক।

নববর্ষের কর্মসূচী ঃ

এরপর হুজুর (আই:) জামাতকে আগামী বছরের কর্মসূচী সম্বন্ধে অবহিত করেন। এ কর্মসূচীতে রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশনা, নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ, দাওয়াত-ই-ইলাল্লাহর কাজকে ত্বরান্বিত করা এবং সীরাতুন্নবী (সা:)-এর সভা অনুষ্ঠানকে বিস্তার দেওয়া। এপ্রসঙ্গে হুজুর বলেন, যে, কুরআন প্রকাশনার সাথে সিরাতুন্নবীর বিষয়টিকে বেঁধে সারা বিশ্বে ইহাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। পরিশেষে হুজুর বলেন যে আপনারা হলেন জগতব্যাপী ইসলামের জীবন প্রদায়ক পয়গাম বহণকারী। আপনারা হলেন ইসলামী জ্ঞান-তত্ত্বের অমৃত-সুধা বিতরণকারী। আপনারা হলেন পৃথিবীর ভূভাগসমূহকে পুনর্জীবনদানকারী। সেজন্য আপনারা হলেন সেই মেঘরাশি যা আজ জগতের মৃত জমিকে সজীব করে তোলার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালার পবিত্র বায়ু-মণ্ডলী কতৃক প্রবাহিত হয়েছে। মেঘমালার ন্যায় রহমত হয়ে দুনিয়াতে বর্ষিত হতে থাকুন এবং এই রহমতের, এর চাইতে উত্তম কোন পরিচয় হতে পারে না যে হাতে থাকবে পবিত্র কুরআন এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সীরাত হবে আপনাদের প্রাণ, আপনাদের জীবন এবং আপনাদের রক্তে রক্তে মিশ্রিত। আর এমনিধারায় 'আমলে সালেহ' সহকারে নিজেদের নেক পয়গাম ও নেক কথাকে উর্ধ্বগতি দান করতে থাকুন। আল্লাহ করুন যেন তদ্রূপই হয়।

খোৎবা সানিয়াতে হুজুর বলেন যে, সীরাতুন্নবী প্রসঙ্গে পশ্চিমা চিন্তাবিদদের আপত্তি সমূহ সামনে রেখে উৎকৃষ্ট জওয়াব তৈরী হওয়া চাই। খোৎবা সানিয়ার পর হুজুর কয়েকটি নামায-জানাযা-গায়েব সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল-নসর ৫ই আগষ্ট ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ঃ ইহার জন্য দায়ী কে ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা ঃ

এই নির্লজ্জ ও মিথ্যা অপবাদটিও আরোপ করা হয় যে, মির্যা সাহেব নাঊযুবিল্লাহ সকল মুসলমানকে 'হারামী সন্তান' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং তিনি না-কি তাহাদিগকে 'বেশ্যার আওলাদ' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মৌলবীরা নিজেদের অপরাধকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি এই মিথ্যা এলযাম দিয়া থাকেন। অতএব, আমরা চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, স্বয়ং এই শ্রেণীর আলেমরাই নিজেদের ফের্কা ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য সকল ফের্কার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় দ্ব্যর্থহীনরূপে ফতোয়া দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই 'ওলদুল-হারাম, (অবৈধ সন্তান) এবং এই কারণে তাহাদের মতে ভিন্ন ফের্কাভুক্ত কোন ব্যক্তি তাহাদের মা-বাপের ওয়ারেশী পাওয়ারও হক রাখে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে বরেলভীদের নিম্নরূপ ফতোয়াটি পাঠ করুন :—

"صرف ہندوستان ہی کے علماء نہیں...بلکہ...افغانستان و خیوا و بخارا
و ایران و مصر و روم و شام اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تمام دیار
عرب و کوفہ و بغداد شریف غرض تمام جہان کے علماء اہل سنت نے بالاتفاق
یہی فتوی دیا ہے کہ... ...وہابیہ دیوبندیہ سخت سخت اشد مرتد
و کافر ہیں ایسے کہ جو انکو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائیگا اسکی عورت
اس کے عقد سے باہر ہو جائیگی اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی اور از
روئے شریعت ترکہ نہ پائیگی" -
—(فتوی بریلوی علماء عرب و عجم - شائع کردہ محمد ابراہیم
بھاگلپوری)

অনুবাদ :—"শুধু হিন্দুস্থানের উলামাই নয় .....বরং আফ্‌গানিস্তান, খিভা, বোখারা, ইরান, মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া ও মক্কা মুয়ায্‌যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারা প্রভৃতি আরব জাহান কুফা ও বাগদাদ শরীফ মোট কথা তামাম জাহানের আহলে-সুন্নত উলামা সর্বসম্মতক্রমে এই ফতোয়া দিয়াছেন যে,......ওহ্‌হাবিরা (আহলে-হাদীস) দেওবন্দীরা শক্ত, অতিশক্ত ও কঠিনতম

মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) এবং কাফের ; এমনই কাফের যে, তাহাদিগকে যে কাফের না বলিবে সে নিজে কাফের হইয়া যাইবে, তাহার স্ত্রী তাহার বিবাহ-বন্ধনের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে) এবং যে সন্তানাদি হইবে তাহারা **হারামী সন্তান** হইবে এবং শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারেশী পাইবে না।"

['ফতোয়া বরেলভী উলামা-এ-আরব ও আজম"—মোঃ ইব্রাহীম ভাগলপুরী কর্তৃক প্রকাশিত; এতদ্ব্যতীত, মৌলানা শাহ মোস্তফা রেজা খান প্রণীত "রদ্দে রাফাজা" এবং মুফতি-এ-আজম হিন্দ কর্তৃক সংকলিত "আল-মলফুজ" ইত্যাদি গ্রন্থাবলীও দ্রষ্টব্য।]

শুধু উক্ত ফতোয়া দিয়াই উলামা ক্ষান্ত হন নাই বরং এক ফের্কার মৌলভীগণ অন্য ফের্কার মুসলমান এবং তাহাদের বুজুর্গদিগকে এমনই নিষ্ঠুরভাবে অমানবিক ও অশ্লীল গালমন্দ দিয়াছেন যে, লিখনী সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম। এ সব গালি-গালাজ শুধু জনসাধারণকেই দেওয়া হয় নাই বরং শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী ও বুজুর্গান, এমন কি সাহাবা-এ-কেরাম (রাঃ) এবং চতুষ্টয় খলিফা-এ-রাশেদীনকেও দেওয়া হইয়াছে। আমরা মযহাব ও ধর্মের নামে ফাসাদ ও দাঙ্গা বিস্তারে বিশ্বাসী নই। বরং আমরা ইহার ঘোর বিরোধী। অন্যথায়, এই সকল মৌলভী-মওলানাদের এইসব বিষোদ্গারে যদি ইন্ধন যোগানো হয়, তাহা হইলে চতুর্দিকে ফেৎনা-ফাসাদ, দাঙ্গা ও হত্যাযজ্ঞের বাজার গরম হইয়া উঠিবে।

যতদূর হযরত মির্যা সাহেব কর্তৃক কঠোর ভাষা প্রয়োগের প্রশ্ন রহিয়াছে ইহার প্রকৃত হাল-হকিকত এই যে, তিনি মুসলমানদিগকে নিম্নরূপ ভঙ্গীতে সম্বোধন করেন ঃ

"اے بزرگان اسلام! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بناوے۔ (برکات الدعاء۔ ص ۲۴)

"اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبو! (فتح اسلام ص ۳)

پنجاب اور ہندوستان کے مشائخ اور صلحاء اور اہل اللہ باصفا سے حضرت عزت اللہ جل شانہ کی قسم دے کر ایک درخواست...اے بزرگان دین وعباد اللہ الصالحین ... پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء اور مردان باصفا کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دیکر التجاء کی جاتی ہے کہ وہ میرے بارہ میں اور میرے دعوی کے بارہ میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الٰہی میں توجہ کریں (تبلیغ رسالت جلد ص ۱۴۲ تا ۱۵۱)

(অনুবাদ)—"হে ইসলামের বুজুর্গগণ! খোদাতায়ালা আপনাদের অন্তরে সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক পবিত্র বাসনার সঞ্চার করুন এবং ইসলামের এই সঙ্গীন মুহূর্তে আপনা-

দিগকে নিজেদের প্রিয় ধর্মের সত্যিকার সেবকে পরিণত করুন। (বারাকাতুদ-দোওয়া, পৃঃ ২৪)

"হে সত্যান্বেষীগণ এবং ইসলামের খাঁটি প্রেমিকগণ!"

"পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের নেতৃস্থানীয় সুফীকুল ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ এবং পবিত্রাত্মা ওলিআল্লাহগণের সমীপে মহা সম্মানিত আল্লাহ জাল্লাহুশানুহুর কসম দিয়া একটি বিনীত আবেদন.....হে বুজুর্গানে-দ্বীন ও আল্লাহর সালেহ (পুণ্যবান) বান্দারা!.....পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের সমস্ত সুফীকুল, দরবেশ, পুণ্যবান ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তিবর্গের খেদমতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কসম দিয়া সবিনয় নিবেদন করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন আমার সম্বন্ধে এবং আমার দাবীর ব্যাপারে দোওয়া, গিরিয়াজারী ও এস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার হুজুরে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন।" (তবলীগে-রিসালত ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৪৪-১৫১)।

বস্তুতঃ হযরত মির্যা সাহেব ঐ সকল খৃষ্টান পাদ্রী কিংবা আর্য্য সমাজী হিন্দু পন্ডিতদের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা শক্ত ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহারা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় প্রভু, মাহবুবে-সুবহানী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়-বিদারক গালমন্দ ও নির্লজ্জ গালিগালাজ হইতে বিরত হয় নাই। আর তেমনিভাবে ঐ সকল আলেমদের বিরুদ্ধেও প্রত্যুত্তর-মূলক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহারা তাঁহাকে অতীব অশ্লীল গালমন্দ দেওয়ার অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন এবং বার বার বুঝানো সত্বেও নিবৃত্ত হন নাই। তাহারা তাঁহাকে (নাউযুবিল্লাহ) দাজ্জাল, জিন্দীক, (কুখ্যাত নাস্তিক), শুকর ইত্যাদি বলিয়াছিল এবং অত্যন্ত অশ্লীল আরও অনেক নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল যেগুলি লিপিবদ্ধ করিতেও আমাদের কলম অপারগ। তাহাদিগকে হযরত মির্যা সাহেব বার বার বুঝানো সত্বেও তখন যেমন ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীরা নিবৃত্ত হন নাই, তেমনি আজও নিবৃত্ত হইতেছেন না এবং হযরত মির্যা সাহেবকে অত্যন্ত নির্লজ্জ ও হীন-রুচীপূর্ণ বাজারী গালিগালাজ করাটাকেই তাহারা ইসলাম সম্মত পরম ধার্মিকতা বলিয়া জ্ঞান করেন।

ইহা অপেক্ষাও অধিক জুলুম এই যে, এই বিরুদ্ধবাদীরা মুসলমান জনসাধারনের মনে এধারনা দিতেও সচেষ্ট যে, হুজুর-পাক মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কতিপয় গালমন্দ-দানকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে হযরত মির্যা সাহেব যে কঠোর ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নাকি তিনি নাউযুবিল্লাহ মুসলমান জনসাধারণ ও সুধীবৃন্দের সম্পর্কেই প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব, উক্ত মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহারা হযরত মির্যা সাহেব এবং তাঁহার জামাতের বিরুদ্ধে যত খুশী তত অবাচ্য-কুবাচ্য উদগীরণ করিয়া যাইতেছেন এবং খোদাকে এতটুকুও ভয় করেন না। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীম কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দুররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১২)

(২২) নূর-উল-হক (সত্যের জ্যোতিঃ)

খৃষ্ট ধর্মের পণ্ডিতগণ সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করলেন যে, পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথম হযরত আহমদ (আঃ)-র সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিদারুণভাবে পরাজয় বরণ করেছেন। হযরত আহমদ (আঃ)-র ক্ষুরধার সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ত্রিত্ববাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ভ্রান্ত ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। তথাকথিত ধর্মপ্রচারক পাদ্রী ইমাদুদ্দিন যিনি সত্য ও শাশ্বত ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং উক্ত দাজ্জালী ফেৎনার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ইসলাম ও রসুলে করীম (সাঃ)-র বিরোধিতায় ঘৃণ্য পন্থায় 'তৌজিনুল আকওয়াল' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে এতটা নীড়াদায়ক, গালাগালি পূর্ণ, অশালীন ও উত্তেজক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যে হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের পত্রিকা এমনকি খৃষ্টান প্রকাশনাতেও এ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ইহাতে অত্যন্ত কটু ভাষায় মারাত্মক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে; এখন আবারও যদি ১৮৫৭ইং সনের ন্যায় পুনরাভ্যুত্থান ঘটে, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে এমন রচনার কারণেই ঘটবে।

গ্রন্থটিতে পাদ্রী ইমাদুদ্দীন পবিত্র কুরআন মজিদের লিখনী ও বিন্যাস পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ ও বিরূপ মন্তব্য করে। দুই জাহানের নেতা সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-র প্রতি ইহাতে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। আধ্যাত্মিক গুণাবলীর চরম ও পবিত্রতম স্বত্বাধিকারী রসুল নবী করীম (সাঃ)-র ব্যক্তিগত জীবনের উপর কটাক্ষ করে সে হীন আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে। সে হযরত আহমদ (আঃ)-র বিরুদ্ধেও দেশদ্রোহীতা ও সাংবিধানিকভাবে

প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার বানোয়াট অভিযোগ আরোপ করে, সরকারকে তাঁর (হযরত আহমদ আঃ) বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে। সে মত প্রকাশ করে যে হযরত আহমদ (আঃ) দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে শান্তি বিঘ্নিত করছেন এবং তিনি একজন দেশদ্রোহী বৈ অন্য কিছু নন। ইসলাম ধর্মে জেহাদের প্রয়োজনীয়তার অপব্যাখ্যামূলক উদ্ধৃতি দিয়ে সে উক্ত গ্রন্থে লিখে যে, "যখন এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত আহমদ আঃ) অস্ত্র ও জনবলে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ (যুদ্ধ) ঘোষণায় সে আর কালক্ষেপ করবে না।"

হযরত আহমদ (আঃ) প্রণীত "নূর-উল-হক" এন্থটি পাদ্রী ইমাদুদ্দীনের উক্ত বইয়ের জবাবেই লিখিত হয়েছে। ১৮৯৪ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থে হযরত আহমদ (আঃ) ইসলামকেই নিজ ধর্ম-বিশ্বাস বলে সুদৃঢ় ঘোষণা দান করেন। সেই সাথে যারা তাঁকে কাফের বলে আখ্যায়িত করার হীন পন্থা অবলম্বন করেছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

তিনি রূহানীভাবে ভস্মিভূত ঐ সকল মৌলবীদিগের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই ধর্ম-যাজকগণ ইসলাম ধর্মের প্রতি যে মারাত্মক হামলা হচ্ছে এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে তার যথাযথ প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে তাদের বাস্তবমুখী কোন পরিকল্পনা নেই। ইহাতে তারা ভ্রূক্ষেপ করেন না বা ব্যাথাহতও হোন না। তিনি মুসলমানগণ কিভাবে অধঃপতিত হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন এবং পুনরায় তাদেরকে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত কর্মসূচীর প্রতিও সুলিখিত এই গ্রন্থে আলোকপাত করেন।

অতঃপর তিনি দুঃখের সাথে জানান যে, বিভিন্ন এলাকার কিছু কিছু সত্যানুসন্ধানী সানন্দে তাঁর এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করলেও অন্যেরা তাঁকে কাফের বলতে শুরু করেছে যদিও তারা নিজেরাই জানে না যে 'কুফর' বলতে কি বুঝায়? তিনি দরদভরা ভাষায় মুসলমানগণকে সম্বোধন করে লিখেন, "হে মুসলমানগণ, আল্লাহতায়ালার দিকে ধাবিত হও। তোমরা চতুর্দিক হতে নানাবিধ দুর্যোগ ও বিপদরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ এবং এমতাবস্থায় তোমাদের আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রচেষ্টারত হওয়া উচিত। হে জনগণ, তোমাদিগের উচিত নিজ চিত্তকে পরিশোধিত ও পবিত্র করে নির্মল অন্তঃকরণ লাভ করা। পার্থিব আসক্তির মতবৎ দেহাবশেষ ভক্ষণে তৃপ্ত হইও না, হিংস্র শ্বাপদকে সুযোগ দিওনা যারা তোমাদের পচনশীল মাংস ভক্ষণ করাতে সচেষ্ট। অন্য কিছুতে পরিতুষ্ট না হয়ে বরং মুসলমান হিসাবেই যেন তোমরা ইহলোক ত্যাগ করার সৌভাগ্য লাভ কর।"

হযরত আহমদ (আঃ) এরপর তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থটিতে 'ঘোষণাপত্র' শিরোনামে এক অধ্যায় সংযোজন করেন। উক্ত অধ্যায়ে তিনি ঐ ব্যক্তির (পাদ্রী ইমাদুদ্দীন) হিংসাত্মক ভাষার উল্লেখ করেন যা তাঁকে অত্যন্ত মর্মান্তিক পীড়া দিয়েছে। তিনি 'তৌজিনুল আকওয়াল' গ্রন্থের রচয়িতার হীন পন্থা ও পদ্ধতির বিশ্লেষণ করে লেখকেরই নীচতা ও হীনতার বাস্তবরূপ উন্মোচন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগও তিনি এই গ্রন্থে খন্ডন করেছেন। তিনি রাণীকে এই আশ্বাসও প্রদান করেন যে, তিনি সর্বদাই সরকারের অনুগত রয়েছেন কেননা তিনি সরকারকে জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ও ন্যায়বিচারক বলে জানেন। সরকার প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার উল্লেখ করে তিনি আরও মতপ্রকাশ করেন যে, ধর্মানুরাগী প্রত্যেক নাগরিকেরই এই ধরণের সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা নৈতিক দায়িত্ব।

হযরত ঈসা (আঃ)-র সহিত কাশ্‌ফে (দিব্যদৃষ্টিতে) তাঁর বহুবার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছে বলে তিনি পাঠকদের অবহিত করেন। এমনকি তিনি কাশ্‌ফে তাঁর সাথে একই টেবিলে আহারও করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে ত্রিত্ববাদ সম্বলিত বর্তমান খৃষ্টধর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আশ্চর্যান্বিত হোন এবং ইহাতে তাঁর গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আল্লাহতাআলার একত্ব (তৌহীদ), মহানত্ব ও বিশালতার মোকাবেলায় নিজের দৈন্যতা, নগন্যতা ও তুচ্ছতার অকৃপণ অকৃত্তিম স্বীকারোক্তি করেন।

তৎপর হযরত আহমদ (আঃ) গ্রন্থটিতে ইসলাম ও রসুলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে পাদ্রী ইমাদুদ্দিন আরোপিত আপত্তি সমূহের একের পর এক খন্ডন করেন। হযরত ঈসা (আঃ)-র ইশ্বরত্বের মনগড়া খৃষ্টীয় বিশ্বাসের অন্তঃসার শূন্যতাকে তিনি সপ্রমাণিত করে ঘোষণা করেন যে তাদের 'খোদা' (ইশ্বরপুত্র) মৃত্যু বরণ করেছেন। তারা বার্ধক্য প্রপীড়িত ও লয় প্রাপ্ত অস্তিবিশেষকে ইশ্বরত্বের মর্যাদা দিতে গিয়ে তাঁকে অর্থাৎ হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে; যিনি কি'না মুহানীভাবে জীবিত ও কেয়ামতকাল অবধি যার জীবনের আধ্যাত্মিক ও কল্যাণকর গতিধারা অব্যাহত।

তৌজিনুল আকওয়াল গ্রন্থপ্রণেতা পবিত্র কুরআন করীমের বিন্যাস পদ্ধতির প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপাত্মক মতপ্রকাশ করে যে, অনুরূপ বিষয়বস্তু ও বিন্যাসপদ্ধতিপূর্ণ গ্রন্থ যে কেহ রচনা করতে পারে। প্রত্যুত্তোরে হযরত আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেন যে তিনি রসুলে করীম (সাঃ)-র অনুগত এক দাস বা গোলাম মাত্র। ঐ পবিত্রতম প্রভুর পরিবর্তে তাঁরই গোলাম হযরত আহমদ (আঃ)-র লেখনীর মোকাবিলার চ্যালেঞ্জকেই সে গ্রহণ করুক। সে এবং তার সঙ্গীসাথীগণ তাঁর (হযরত আহমদ আঃ) রচিত নুর-উল-হক্ব গ্রন্থটির অনুরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সমর্থ হলে তিনি তাদের ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) রূপী পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

নুর-উল-হক্ব গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচনা করার কারণ ব্যক্ত করতে হযরত আহমদ আঃ ইহা জানান যে, ইমাদুদ্দিন ও তার ন্যায় অন্যান্য খৃষ্টান পন্ডিত যারা জ্ঞানের দাম্ভিকতা ভরে নিজদিগকে মৌলবী ভাবে তাদের জন্য যেন গ্রন্থটি অপরাজেয় চ্যালেঞ্জরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এই মহান উদ্দেশ্যে তিনি উহা আরবী ভাষায় রচনা করেছেন। ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার্থে হযরত আহমদ

(আঃ) নূর-উল-হক্ক গ্রন্থটিতে গদ্য ও পদ্যে যে উচ্চাঙ্গীন প্রকাশভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন ইমাদুদ্দিন ও তার অন্যান্য খৃষ্টান সহযোগীদেরকে তিনি খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের প্রয়াসে অনুরূপ মানগত গদ্য ও পদ্য রচনার জন্য দুই মাসের মেয়াদ দান করেন। যদি তারা এই কার্য সমাধায় সক্ষম হয় তবে পুরস্কার স্বরূপ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) রূপী লাভ করবে।

হযরত আহমদ (আঃ) দৃঢ়তার সাথে অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তারা কখনও সমর্থ হবে না। তাদের এই পরাজয় বরণের পরও যদি তারা রসুলে করীম (সাঃ)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তিনি তাদের হাজারও অভিসম্পাত প্রদান করেন। ইমাদুদ্দিন ও তাঁর সহযোগীদের উপর লানত বর্ষণের এই কামনায় তিনি পাঠকগণকেও তাঁর সাথে যোগদানের আহ্বান জানান।

গ্রন্থটির শেষাংশে হযরত আহমদ (আঃ) আল্লাহতায়ালার দরবারে সকরুন দোয়া করেন, "হে আল্লাহ ! আমি কি তোমার পক্ষ হতে প্রেরিত নই ? আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে ও কাফির আখ্যায়িত করতে কতই না ভয়ানক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। আমাদিগের ও বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে মীমাংসা প্রদান কর ; কেননা তুমিই উত্তম মীমাংসাকারী। হে আল্লাহ, আমার সপক্ষে স্বর্গীয় সাহায্য অবতীর্ণ কর, দুর্যোগ কালে তোমার বান্দাগণের মদদ যোগাও। আমাকে দুর্বল জ্ঞানে অবমাননা ও অপদস্ত করা হচ্ছে, আমার দেশবাসী আমাকে অভিযুক্ত করে পরিত্যাগ করেছে। অতএব তুমি আমায় সেরূপে সাহায্য কর, যে রূপে তুমি তোমার প্রিয় পবিত্রতম রসুল (সাঃ)-কে 'বদর-কালে' সাহায্য যুগিয়েছিলে। অনুরূপভাবে তুমি আমাদেরও রক্ষা কর...কারণ তুমিই সর্বোত্তম রক্ষক। নিশ্চয়ই তুমি রহমত বর্ষণকারী রাব্ব এবং এই করুণাবর্ষণ করাকে তুমি নিজ নিয়তি নির্ধারণ করেছ, অতএব আমাদের উপর তোমার করুণা রাজির বর্ষণ ঘটাও, অনুকম্পার বারিধারা বর্ষিত কর। আমাদের প্রতি দয়াশীল হও আমাদিকে মাগফিরাতের চাদরে আচ্ছাদিত কর, কেননা করুণাকারীগণের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।"

এই সকরুণ দোওয়ার একমাস সময়কালের মধ্যেই রসুল করীম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একই রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। ইহা একটি মহান ঐশী নিদর্শন ছিল। যাহা হযরত আহমদ (আঃ)-র সাহায্যার্থে তাঁর সকরুণ সাহায্য যাচনার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ-তায়ালা প্রকাশ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ)-র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ যথাযথরূপে সংঘটিত হওয়া সত্বেও তথাকথিত মৌলবীরা তাঁকে প্রকৃত ইমাম মাহদী (আঃ) হিসাবে বরণ করে নেয়ার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জোড়ালো ভাবে আপত্তি উত্থাপন শুরু করে। গ্রহণ সম্পর্কিত হাদিসটির সত্যাসত্যের ব্যাপারেও তারা মিথ্যা সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রামাণিক দলিল হিসাবে হাদিসটিকে অগ্রাহ্য করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। তারা আরো মতপ্রকাশ করে যে হাদিসে বর্ণিত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ যেভাবে ঘটবার কথা, সেভাবে গ্রহণ হয় নাই।

ফলে নূরু-উল-হক্ক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত আহমদ (আঃ) গ্রহণ সম্পর্কিত হাদিসটির সত্যতা যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং হাদীসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ যে সুনির্দিষ্টভাবে ঘটার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে উহার প্রতিও বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ভবিষ্যতে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসে লিপিবদ্ধ পাওয়া গেলে, পরবর্তীতে যদি উক্ত ঘটনা বর্ণিত নিয়মে সংঘটিত হতে দেখা যায় তবে হাদীসটিকে প্রামানিক দলিল রূপে অগ্রাহ্য করার অবকাশ থাকে না, ইহাই মোহাদ্দেস বা হাদীস বিশারদগণের সর্ববাদী সম্মত মত। তদানুযায়ী স্বয়ং হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হযরত ইমাম মাহদী

(আঃ)-র সত্যতা প্রতিষ্ঠার্থে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ দারকুতনীতে বহুকাল পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ রয়েছে ; হযরত আহমদ (আঃ) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে 'ইমাম মাহদী' হওয়ার দাবী পেশ করলে রসুলে করীম (সাঃ)-র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর (হযরত আহমদ আঃ) সত্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হাদীসে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ দুইটি সংঘটিত হয়। অতএব, এই হাদীসকে দুর্বল মনে করলে বা হাদিসটি প্রামাণিক হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে প্রকারান্তরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কেই অস্বীকার করা হবে এবং বিশ্ব-জগতের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের উপরও আস্থা হারাতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত যথাযথ নিয়মে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার পরও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী গ্রহণ হয় নাই কেননা প্রথম তারিখে গ্রহণ হওয়ার কথা হাদীসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটিতে যে চান্দ্রতারিখগুলিতে গ্রহণ হয়ে থাকে উহার প্রথম তারিখ বুঝানো হয়েছে কারণ হাদিসটিতে গ্রহণযুক্ত চাঁদের জন্য সুস্পষ্টরূপে আরবী শব্দ 'কমর' ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, সাধারণতঃ ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই চান্দ্রতারিখগুলিতে যেখানে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে উহার প্রথম তারিখ অর্থাৎ ১৩ তারিখের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, সূর্যগ্রহণের জন্য বর্ণিত উক্ত হাদীসে যে তারিখের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে 'ফিন্‌নিসফে মেনহু' অর্থাৎ মধ্যম তারিখ। ইহা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করছে যে, সাধারণ নিয়মে সূর্যগ্রহণ চান্দ্রমাসের ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে তারিখ হয়ে থাকে উহার মধ্যম অর্থাৎ চান্দ্রমাসের ২৮শে তারিখের দিনে উক্ত সূর্যগ্রহণ লাগবে।

বলা বাহুল্য, যে রূপে সরওয়ারে কায়েনাত, সরদারে দু'আলম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, হুবহু অনুরূপভাবে উক্ত গ্রহণ দুইটি সংঘটিত হয়েছে।

পৃথিবীর এই গোলার্ধে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ অর্থাৎ ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমজান চন্দ্রগ্রহণ এবং ৬ই এপ্রিল অর্থাৎ ২৮শে রমজান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়ে রসুল করীম (সাঃ) বর্ণিত হাদিসটির সত্যতা এবং হযরত আহমদ (আঃ)-র প্রকৃত ইমাম মাহদী হওয়ার যথার্থতা মোহরাঙ্কিত করেছে। কেবলমাত্র পৃথিবীর এই অর্ধাংশেই উক্ত নিদর্শন প্রকাশিত হয়নি বরং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অপর গোলার্ধও আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রদর্শিত নিদর্শন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে।

হযরত আহমদ (আঃ) বিস্তারিতভাবে এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করে আরবী ভাষায় নূর-উল-হক্ক গ্রন্থটির উভয় খণ্ডই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। (ক্রমশঃ)

[Inttroducing the books of the Promised Messiah (P)—অবলম্বনে লিখিত]

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

নিরেট নিধিরাম

১। নিধিরামের বিধি বাম
কুড়ায় যত দুর্নাম।
সংসার করতে কামাই
ঢাল তলোয়ার সবই চাই।
যত্র তত্র কাজে লাগাও
দুনিয়াটা লুটে খাও,

২। খাঁটো বুদ্ধির নিধিরাম
এসব-কিছুই বুঝে না,
খায়েশের পায়েশ খায়
কপালে হায় কিছুই জুটে না।

৩। নবী-রসুলদের থাকে না
লড়াইয়ের সংগ্রাম।
তবু তাঁরা করে যান
'পবিত্র করণ' সংগ্রাম।
স্বার্থের কথা বলেন না
স্রষ্টার কথা ছাড়েন না।

৪। মানুষকে মানাতে চান
খোদার মহান বিধান,
আছে যাতে অসীম কল্যাণ,
আর শান্তির সন্ধান।
তাঁদেরও আছে 'অস্ত্র'—
দোয়া আর চরিত্র মহান।
যা বলেন করে দেখান,
থাকেনা কোন মিথ্যার ভান।

৫। পথ রুখে দাঁড়ায় [সমাজে]
আছে যত সর্দার
বড়াই তাদের—আছে সংখ্যা
আর ঢাল-তলোয়ার,
আইন—তাও তাদেরই হাতে
পারবে না কখনও তাদের সাথে।

৬। ইতিহাস বহে অকাট্য প্রমাণ
পরিণামে তারা পায়নি ত্রাণ।
আখেরী জামানার সর্দারেরাও
পেলনা এর গূঢ় সন্ধান।

৭। হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)
নাম মীর্যা গোলাম আহমদ
করেন ঘোষণা, বড়ই বিস্মিত
আল্লাহ বলেছেন (এখন) 'যুদ্ধ রহিত'
তাঁর শিক্ষায় বাঁচবে মানবজাতি
দেখবে সুদিন আর সামগ্রিক হিত।

৮। কোন শক্তিই ঠেকাতে পারবেনা
তাঁর জামাতের বিস্তার
সীমালংঘনের বাড়াবাড়িতে
কখনই তারা পাবে না নিস্তার।

৯। হাসি ঠাট্টায় যারা তাঁকে
ভাবে অসহায় 'নিধিরাম'
আফসোস, বুঝলনা তারা,
বিধির অমোঘ বিধান।
কিসমত তাদের বড়ই মন্দ,
চোখ থাকতেও তারা অন্ধ,
দুনিয়ার স্বার্থে চশমা পরে
যারা হৃদয়-দুয়ার রাখে বন্ধ।
মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কর্ণধার
কুরআন খুলেছে শান্তির স্বর্গ দ্বার
আহমদের পবিত্র জীবনে ঘটেছে
মোহাম্মদী নূরের পূর্ণ বিকাশ
বিশ্বময় তা ছড়িয়ে দিতে
তাঁর জামাতের নিয়ত প্রয়াস।

১০। জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরাশক্তির
অযথা সব বড়াই ছাড়
পরম শক্তির ডাকে সব তুচ্ছ কর
তাঁরই প্রেমের রজ্জু আঁকড়ে ধর।
দূর হবে সব জ্বালা যন্ত্রনা,
আর হীন স্বার্থের কুমন্ত্রণা।

১১। বিশ্বব্যাপী জ্বালিয়ে সহমরণের চিতা
ভাবে জাতিকে দিবে নিশ্চিত নিরাপত্তা।
'চেরনোবিল' হতে নাও শিক্ষা,
নিজ হাতের ঢাল-তলোয়ারে
শত্রু-মিত্রের সহমরণ না চাইলে
আহমদের (আঃ) হাতে নাও দীক্ষা।
খোদা তাঁর মামুরের প্রতি
কখনও হয়নি বাম
শয়তানের চেলারাই যুগে যুগে
প্রমাণিত হয়েছে 'নিরেট নিধিরাম"।
কারণ একটাই : তারা সব বুঝে
বুঝেনা শুধু আল্লাহ ও রসুলের পয়গাম!

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সংবাদ ঃ

বি-বি-সি, লণ্ডন থেকে হুজুর (আইঃ)-র বিশেষ ইন্টারভিউ প্রচারিত

বি-বি-সি, লণ্ডনের ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ২৩শে জুলাই ১৯৮৬ইং বুধবার দ্বিপ্রহরে পৌনে চার ঘটিকায় Report on Religion বিষয়ের উপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। উহাতে বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত জুলুম-নির্যাতন সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানসূচীর শেষাংশে পাকিস্তানে জামাতে আহমদীয়ার উপর জুলুম-অত্যাচারের বিষয় ও উল্লেখ করা হয়। এবং এই প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর নিকট নিম্নরূপ চারটি প্রশ্ন পেশ করা হয় :—

(১) জামাত আহমদীয়ার কেন বিরোধিতা হচ্ছে ? (২) ইহা কি সত্য যে, জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দাবীর উদ্দেশ্য ক্রুশকে ধ্বংস করা বলে ব্যক্ত করেছেন ? (৩) আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার পয়গাম (message) কি ? (৪) জামাত আহমদীয়া তাদের প্রতিষ্ঠাতার পয়গামকে কিভাবে বিস্তার দিচ্ছে ?

হুজুর (আইঃ) প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, খোদাতায়ালার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের চিরকাল বিরোধিতা হয়েছে এবং এ কারণেই জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতারও বিরোধিতা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ক্রুশকে ধ্বংস করার যতদূর সম্পর্ক ইহার যথার্থ মর্ম এই যে, হযরত মির্যা সাহেব সেই ক্রুশকে ধ্বংস করতে এসেছেন, যে ক্রুশ হযরত ঈসা (আঃ)-কে শূলে বিদ্ধ করে নাউযুবিল্লাহ অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেছিল। অন্য কথায়, হযরত ঈসা (আঃ)-র ইজ্জত এবং তাঁর সত্যিকার মিশনকে জগতের সামনে পেশ করা হলো হযরত মির্যা সাহেবের উদ্দেশ্য।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার পয়গাম বর্ণনা করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, জামাত আহমদীয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ইসলামের সত্য-সঠিক, উচ্চাঙ্গীণ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকে জগতময় প্রচার করা। পয়গাম বিস্তার দানের পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বলেন যে, আমরা সারা বিশ্বে মিশন (প্রচার কেন্দ্র) স্থাপন করেছি এবং আমরা শান্তিপূর্ণ প্রেম ও ভালবাসার সহিত মানুষের হৃদয় জয় করে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করবো।

প্রারম্ভে মহিলা রিপোর্টার জামাত আহমদীয়ার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়ার লোক সংখ্যা হলো এক কোটি এবং পাকিস্তান সরকার তাদেরকে জোরপূর্বক 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করেছে।

আমেরিকায় একটি নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

আমেরিকার জামাত আহমদীয়া ARIZONA অঞ্চলে খোদাতায়ালার ফজলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। এর ভিত্তি প্রস্তর আমেরিকার ইনচার্জ মোবাল্লেগ মোহতারম শেখ মোবারক আহমদ সাহেব ২০শে জুলাই '৮৬ইং তারিখে রেখেছেন। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে হুজুর (আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা) তাঁর বিশেষ দোওয়ার সহিত একখণ্ড ইষ্টক প্রেরণ করেছেন। উহাই স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত মসজিদটি নির্মাণে প্রায় এক লাখ পাউণ্ড ব্যয় হবে। উক্ত অর্থ আহবাবে-জামাতের চাঁদায় সংগৃহীত হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-ফজল' ৫ই সেপ্টেম্বর '৮৬ইং)

সংকলন ও অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'ইয়াওমে-ওয়ালেদাইন' উদযাপিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ইং বাদ জুম্‌য়া চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে সাফল্যজনকভাবে 'ইয়াওমে ওয়ালেদাইন' উদযাপিত হয়। এই সভায় খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত ও অনেক আনসার সাহেবান উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় দুইশত জন। স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোজাফফর আহমদ নিজামী। দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ঢাকা হইতে সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এই বরকতময় অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একখানি উর্দু নযম পাঠ করেন মাষ্টার রাশেদ আহমদ। জনাব কাউছার আহমদ সাহেব 'এতায়াতে নেজাম' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ইহার পর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব নিজামউদ্দিন আহমদ সাহেব। সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সকলের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী এক নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। ইহার পর ওয়ালেদাইনের পক্ষ হইতে সর্বজনাব নজীর আহমদ সাহেব ও আহমেদুর রহমান সাহেব এবং 'তরবিয়তে আওলাদ' সম্পর্কে জনাব নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জ্ঞান বর্ধক বক্তব্য রাখেন। সন্তানগণকে সকল দিক দিয়া যোগ্য ও সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলার জন্য প্রত্যেক পিতা-মাতা যেন তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করেন এবং তাহা যথাযথভাবে পালন করেন তাহার জন্য আন্তরিকভাবে সকলকে বিশেষ তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানান।

সভাপতির ভাষনে জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব 'কু-আনফুসেকুম ওয়া আহালিকুম নারা'—এর আলোকে সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ ইসলাহ ও আত্ম-সংশোধনমূলক ভাষণ দান করেন। প্রত্যেক পিতা-মাতা ও অভিভাবক যেন পারিবারিক জীবনে তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনে পূর্ণমাত্রার যত্নবান হন তাহার প্রতি তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইহার পর উপস্থিত সকলকে চা ও মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সভার কাজ পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম ম, খো, আঃ, এর কায়েদ জনাব নঈম তফভীজ সাহেব।

—মোঃ মোজাম্মেল হক, মোতামাদ, চট্টগ্রাম ম, খো, আ,

SAN FRANCISCO EXAMINER MAY 25, 1986.

Pakistani sect's death sentence

By Karen Parker
SPECIAL TO THE EXAMINER

KARACHI, Pakistan—On May 9, a mob of at least 700 attacked an Ahmadi mosque in Quetta.

When the police and the local district administrator arrived, instead of breaking up the mob outside they arrested the 85 Ahmadi moslems who were attending a prayer service. Then they seized the mosque.

Two days later, two Ahmadi moslems were knifed to death in broad daylight in Sukkhur.

No arrests for the murders have been made ; no one in Pakistan even expects an investigation to take place.

Events like these have been frequent in Pakistan since President Mohammad Zia ul-Haq issued a presidential order Ordinance 20—on May 26, 1984, that allows the state to jail practicing Ahmadis for three years and confiscate their property.

To date at least 14 Ahmadis have been slain and a number of Ahmadi mosques attacked and defaced. Last year, more than 450 Ahmadis were arrested for wearing the kalima, a moslem insignia worn, much like a cross or star of David.

Four Ahmadis are awaiting execution after trials that U.S. Ambassador Deane Hinton said in an interview "fail to convince anyone of their compliance with minimum standards of the law."

Ahmadis belong to one of Islam's many sects, Zia belongs to a different sect.

"Ahmadis aren't really Moslems," Zia said in an interview, "They pose as Moslems. Therefore, we must stop Ahmadis from offending Islam."

The President is known to have made even harsher public statements. In December 1984, he said in a speech:

"Ahmadis will not be tolerated. There is no place for infidels in Pakistan. If a man's honor is attacked he does not even hesitate from committing murder."

When Ordinance 20 was challenged in court last fall, the government's brief said: "Death is the penalty for (Ahmadis It is not nece-

ssary that the government should take action, but on the contrary any Moslem can take the law in his own hands."

The court upheld the law. Although the ruling will be appealed to the Supreme Court, Zia has ordered that the Shariat (Islamic law) bench of the court hear the case.

Many of Pakistan's 3 million to 4 million Ahmadis have fled and are now seeking political asylum in the United States and other countries.

Fear of a mass exodus was one reason the United Nations passed a resolution last August condemning the government of Pakistan for violating the human rights of Ahmadis.

Zia maintained in an interview three weaks ago that he has the support of all Pakistanis of on the Ahmadi and other issues.

But at least 17 judges have resigned in protest or been fired because of the Ahmadi and other human rights problems. And a recent all Pakistan Bar Association meeting voted against support of an anti-Ahmadi campaign.

Karen Parker is a San Francisco attorney specializing in human rights issues and has standing to present cases to the United Nations. She was in Pakistan as a represntative of Human Rights Advocates.

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পঞ্চদশ বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পঞ্চদশ বার্ষিক ইজতেমা অনিবার্য কারণ বশতঃ ১৭, ১৮ ও ১৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ২৪, ২৫ ও ২৬শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। ইজতেমার বাকী কার্যক্রম অপরিবর্তিত থাকবে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। ইজতেমার সর্বাঙ্গীন কামিয়াবীর জন্য সকল বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখবেন। খাকসার—

ন্যাশনাল কায়েদ

বাংলাদেশ মঃ খোঃ আহমদীয়া।

দোওয়ার আবেদন

১। ফাজিলপুর জামাতের প্রবীণ আহমদী ও প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যান্সার রোগে শয্যাগত আছেন। তাঁহার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে সকাতর দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। উল্লেখ্য, তাঁহার পুত্র জনাব ইসমাত পাশা লণ্ডন হইতে পিতাকে দেখার জন্য আসিয়াছেন। জাযাহুল্লাহু-তায়ালা আহসানাল জাযা।

২। জনাব আবু তাহের (জেইলার)-এর দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ সেলিমের পেটে দ্বিতীয় বার অস্ত্রপাচার করা হয়। তাহার আশু আরোগ্য লাভের জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সন্তান তওল্লাদ

গত ২৩শে জুলাই রোজ বুধবার দিবগত রাত পৌনে এগারটায় আল্লাহতায়ালা আমাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। নবজাতক সু-স্বাস্থ্যসহ দীর্ঘায়ু এবং সর্বোপরি জামাতের একজন উত্তম খাদেমা রূপে গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য সকল ভাই-বোনদের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। —শামছুর রহমান ও দীনা নাসরীন (খুলনা)

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar